RNI No. 71057/96

Bengali fortnightly newspaper

পূর্বোত্তর

১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত

www.facebook.com/purbottar
www.purbottar.in

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে হাতির মৃত্যু

পৃষ্ঠা-৬

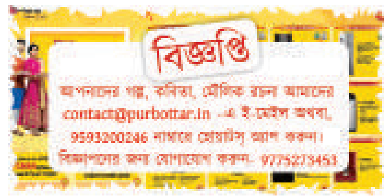

বর্ষ: ২৯, সংখ্যা: ১৮, কোচবিহার, শুক্রবার, ৫ সেপ্টেম্বর- ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৫, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ১২

Vol: 29, Issue: 18, Cooch Behar, Friday, 5 September - 18 September, 2025, Pages: 12, **Rs. 3**

অফবিটের টানে পুজোয় ভিড় বাড়ছে ডুয়ার্সে

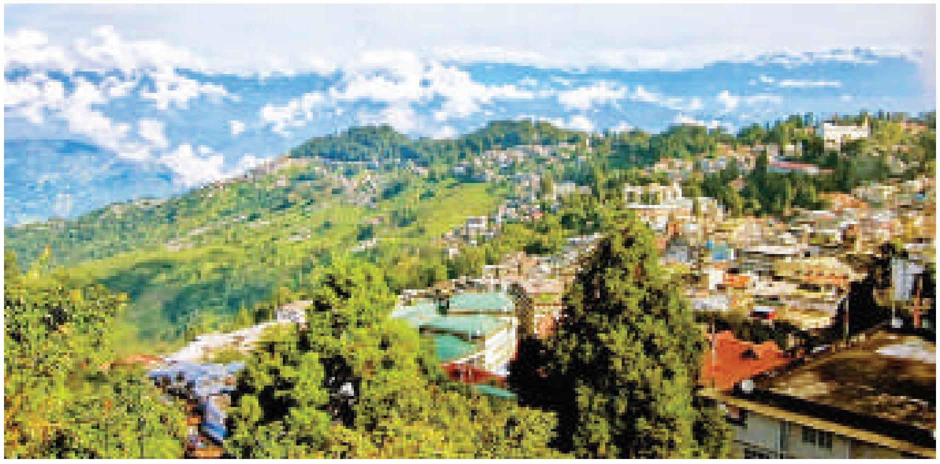

নিজস্ব প্রতিবেদন

ডুয়ার্স: পুজোর ছুটিতে এবার ডুয়ার্সের অফবিট পর্যটন কেন্দ্রগুলিই হয়ে উঠছে প্রধান আকর্ষণ। জনপ্রিয় পর্যটন স্থানগুলির ভিড় এড়িয়ে বহু মানুষ পাড়ি দিচ্ছেন প্রকৃতির কোলে লুকিয়ে থাকা হিমালয়ের পাদদেশের অজানা গন্তব্যে। পর্যটকদের তালিকায় জায়গা করে নিচ্ছে ডালিম দুর্গ, ইয়েলবং, চুইখিম, রূপসী বাংলার তুড়িবাড়ি, ঝান্ডি, রায়মাটাং, ডিমা এবং বাংলার নতুন গ্রাম বনছায়া।

ডুয়ার্সের বাগরাকোট থেকে মাত্র ১৫ কিমি দূরে, পাহাড়ি গ্রাম চুইখিম এখন পর্যটকদের কাছে 'হিমালয়ান হিলিং ভিলেজ'। লেপচা ভাষায় 'চুইখিম' মানে 'বিশ্রামের জায়গা'। কর্মব্যস্ত জীবনে ক্লান্ত শহুরে মানুষকে নতুন করে প্রাণ জোগায় এই গ্রাম। এখানকার হোমস্টে-গুলো ইতিমধ্যেই পুজোর ছুটির জন্য পুরোপুরি বুকড।

চুইখিমে মিলছে ট্রেকিং, হিমালয়ের শোভা, পাখি আর প্রজাপতির মেলা, ঘন জঙ্গল ও জলপ্রপাতের সৌন্দর্য। যাত্রাপথে মন কেড়ে নেয় লিস নদীর সৌন্দর্য। নতুন আকর্ষণ হিসেবে যোগ হয়েছে লুপব্রিজ। কাছেই রয়েছে ইয়েলবং—যেখানে দীর্ঘ দু'কিমি নদীখাতে রমতি নদীর বয়ে চলা, ক্যানিয়ন কেভে হাঁটার অভিজ্ঞতা রীতিমতো রোমাঞ্চকর।স্থানীয় গাইড ও পর্যাপ্ত সুরক্ষা ব্যবস্থাও রয়েছে।

লাটাগুড়ি হোটেল ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক দিব্যেন্দু দেব বলেন, "পুজোয় ডুয়ার্সে যাঁরা আসছেন, তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই অফবিট গন্তব্য খুঁজছেন। অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় পর্যটকদের আমরা ইয়েলবং যাওয়ার পরামর্শ দিচ্ছি।"

পাশাপাশি ইতিহাসপ্রেমীদের কাছে আকর্ষণ হয়ে উঠেছে ডালিম দুর্গ। গোরুবাথান থেকে মাত্র ৭ কিমি দূরের এই দুর্গ আজও ঘেরা রয়েছে লেপচা রাজাদের রক্তাক্ত ইতিহাসে। স্থানীয়দের বিশ্বাস, ভাঙা দেওয়ালে কান পাতলে এখনও শোনা যায় বিশ্বাসঘাতকতার গল্প। চেল নদীর কোল ঘেঁষা এই দুর্গ সন্ধ্যার পর হয়ে ওঠে আরও রহস্যময়।

অন্যদিকে, প্রায় সাড়ে ছ'হাজার ফুট উচ্চতায় অবস্থিত ঝান্ডি গ্রামেও পুজোর আগে একটিও হোমস্টে ফাঁকা নেই। এখান থেকে প্রাণভরে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখার টানে ছুটে আসেন পর্যটকরা। দিনের থেকে রাতের ঝান্ডি আরও মোহময়ী—পাহাড়ের গায়ে ছোট ছোট গ্রামগুলোর আলো জ্বলে ওঠে তারার মতো।

সব মিলিয়ে, পাহাড়, অরণ্য, নদী, ইতিহাস আর নিসর্গের টানে পুজোর ডুয়ার্সে এবার পর্যটকদের ভিড় বাড়ছেই। শান্তি আর রোমাঞ্চের সন্ধানেই ঘর ছাড়ছে শহর।

আদিবাসী গ্রামে বই বিতরণ কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিবেদন

আলিপুরদুয়ার: শিক্ষা, চেতনা ও বিপ্লবের অঙ্গীকারকে সামনে রেখে আলিপুরদুয়ারের রাজাভাতখাওয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের পানিঝোরা বইগ্রামে অনুষ্ঠিত হল এক বিশেষ কর্মসূচি। কোচবিহার শিল্পী সংসদের উদ্যোগে এবং একটি বেসরকারি স্কুলের সহযোগিতায় ৩১ অগাস্ট রবিবার এই আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে প্রায় ৪ হাজার শিশু-কিশোরদের উপযোগী বই বিতরণ করা হয়।

এই বইগুলি তুলে দেওয়া হয় শিক্ষার প্রসারে কাজ করা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা 'আপন কথা'-র হাতে। সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা ডক্টর পার্থ সাহার নেতৃত্বে বর্তমানে প্রায় পাঁচটি আদিবাসী গ্রামে শিশু-কিশোরদের শিক্ষার উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করছে এই সংগঠন। বই বিতরণের পাশাপাশি দিনভর চলে আদিবাসী নৃত্য ও নানা সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। উল্লেখ্য, এই দিনটি ছিল 'আপন কথা' সংগঠনের প্রথম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। সেই উপলক্ষ্যেই এই অভিনব উদ্যোগ গ্রহণ করে কোচবিহার শিল্পী সংসদ।

সংগঠনের সম্পাদক সৌরভ ভট্টাচার্য জানান, "শুধু সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড নয়, আমরা নিয়মিতভাবে নানাবিধ সমাজসেবামূলক উদ্যোগ চালিয়ে যেতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।"

উত্তরের চা শিল্পে গভীর সংকট! বিপাকে ক্ষুদ্র চাষিরা

নিজস্ব প্রতিবেদন

নাগরাকাটা: সম্প্রতি উত্তরবঙ্গের চা শিল্পে ফের দেখা দিয়েছে তীব্র অস্থিরতা। কাঁচা চা পাতার দাম হঠাৎ করে অস্বাভাবিক হারে কমে যাওয়ায় মারাত্মক আর্থিক সঙ্কটে ভুগছেন ক্ষুদ্র চা চাষিরা। উৎপাদন খরচ বহাল থাকলেও, বাজারে পাতা বিক্রির দাম প্রায় অর্ধেক হওয়ায় চাষিরা কার্যত দিশেহারা।

চাষিদের অভিযোগ, কয়েক মাস আগেও প্রতি কেজি কাঁচা চা পাতার দাম ছিল ২৫-৩০ টাকা। এখন সেই দাম নেমে এসেছে গড়ে ১২-১৩ টাকায়। অথচ সারের দাম, শ্রমিকের মজুরি, পরিবহণ ইত্যাদি মিলিয়ে উৎপাদন খরচ রয়ে গিয়েছে প্রায় একই। ফলে লোকসানের ভারে নুয়ে পড়ছেন চাষিরা।

ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে ন্যায্যমূল্যের দাবিতে আন্দোলন চললেও সরকার বা টি বোর্ডের পক্ষ থেকে কোনও কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। সংগঠনের তরফে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলা হয়েছে, "বর্তমান অবস্থায় যদি চা পাতার দাম না বাড়ানো হয়, তাহলে উৎপাদন বন্ধ করা ছাড়া কোনও পথ থাকবে না।" সংগঠনের পক্ষ থেকে বৃহত্তর আন্দোলনের প্রস্তুতির কথাও জানানো হয়েছে।

চাষিরা আরও অভিযোগ করছেন, বাজারে বড় বড় কোম্পানিগুলির একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণের জেরে ক্ষুদ্র চাষিরা ঠকছেন। অনেক ক্ষেত্রেই তাঁরা বাধ্য হচ্ছেন নামমাত্র দামে চা পাতা বিক্রি করতে। চা গবেষক ও অর্থনীতিবিদদের মতে, ইচ্ছাকৃতভাবে বাজারে দাম কমিয়ে চাষিদের জমি বিক্রির দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে, যাতে পরে বড় শিল্পপতিরা সেই জমি কিনে একচেটিয়া মালিকানা কায়েম করতে পারেন।

শ্রমিক সংগঠনগুলিও বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। তাঁদের বক্তব্য, চা চাষ কমে গেলে বা বন্ধ হলে এর প্রভাব সরাসরি পড়বে হাজার হাজার শ্রমিকের উপর। বহু পরিবার রয়েছে যাঁরা চা শিল্পের উপর নির্ভরশীল। উৎপাদন বন্ধ হলে কর্মসংস্থান, মজুরি সবই মুখ থুবড়ে পড়বে। চা গবেষকদের পরিসংখ্যান বলছে, দেশের মোট চা উৎপাদনের প্রায় ৩৫ শতাংশই আসে ক্ষুদ্র চা চাষিদের হাত ধরে। তাঁদের আর্থিক স্বার্থরক্ষা না হলে গোটা চা শিল্পই সঙ্কটে পড়তে পারে।

চাষিদের দাবি, বাজারে ন্যায্যমূল্যের নিশ্চয়তা, সরকারি ভর্তুকি ও দাম নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা ছাড়া এই সংকটের সমাধান সম্ভব নয়। সেই সঙ্গে তাঁরা সরাসরি বিক্রির জন্য সরকার নিয়ন্ত্রিত বাজার ব্যবস্থারও দাবি তুলেছেন।

ছিটমহলে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: সামাজিক দায়বদ্ধতার অঙ্গ হিসেবে কোচবিহার জেলার দিনহাটা মহকুমার পোয়াতুর কুঠি সাবেক ছিটমহলে আয়োজন করা হল এক বিশেষ স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির ও পরিবেশ সচেতনতা কর্মসূচি। এই কর্মসূচির আয়োজন করে 'সাটসা'-র কোচবিহার জেলা ইউনিট।

৩০ অগাস্ট শনিবার দিনহাটা পোয়াতুর কুঠি কমিউনিটি হলে অনুষ্ঠিত এই কর্মসূচির উদ্বোধন করেন রাজ্যের উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ। উপস্থিত ছিলেন সাটসার জেলা ও স্থানীয় নেতৃত্ব সহ বহু বাসিন্দা।

শিবিরে বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা, ব্লাড সুগার, ব্লাড প্রেসার, ইসিজি সহ একাধিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। এছাড়াও অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে গাছের চারা বিতরণ করা হয়। উদ্যোক্তাদের বক্তব্য, এই উদ্যোগ সাবেক ছিটমহলের বাসিন্দাদের মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতা বাড়ানোর পাশাপাশি পরিবেশ রক্ষার প্রতিও বার্তা দেবে।

মন্ত্রী উদয়ন গুহ-র কথায়, "সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচি শুধুমাত্র স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধিই নয়, বরং সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের সঙ্গে সংযোগ ও পরিবেশ রক্ষার গুরুত্ব বোঝার সুযোগও দেয়।"

করম পুজোয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির মিলন

নিজস্ব প্রতিবেদন

জলপাইগুড়ি: শতাব্দী প্রাচীন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারাকে সম্মান জানিয়ে ৩ সেপ্টেম্বর বুধবার রাতে জলপাইগুড়ির ডেঙ্গুয়াঝাড় চা বাগানে আয়োজিত হল আদিবাসী সমাজের অন্যতম পবিত্র উৎসব করম পুজো। প্রকৃতিকে উপাস্য মেনে চলা আদিবাসী সম্প্রদায়ের বিশ্বাস, অতীতকালে করম গাছের নিচেই তাঁদের পূর্বপুরুষরা বসবাস করতেন। সেই বিশ্বাসেই আজও করম গাছকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত হয় এই পুজো, যা একদিকে যেমন সামাজিক ঐক্য ও সম্প্রীতির বার্তা দেয়, তেমনই প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের মধুর বন্ধনকে সামনে আনে।

বর্তমানে করম গাছের সংখ্যা আশঙ্কাজনকভাবে কমে যাওয়ায়, সমাজের প্রবীণদের কাছ থেকে পাওয়া নিয়ম মেনে এলাকায় অবশিষ্ট গুটিকয়েক করম গাছের একটি ডাল কেটে এনে তা পূজিত হয়। বুধবার রাতে করম গাছের সেই ডালটি কেটে এনে কলাগাছের ঘেরা বেদীতে স্থাপন করে শুরু হয় পূজার আনুষ্ঠানিকতা। রাতভর চলে পুজো, ধূপ, দীপ ও গান-বাজনার মাধ্যমে করম দেবতাকে আহ্বান জানানো হয়।

করম পূজোর অন্যতম আকর্ষণ ছিল ধামসা-মাদলের তালে রাতভর চলা নাচ ও গান। আদিবাসী সংস্কৃতির প্রাণ এই সাংস্কৃতিক পর্বে অংশগ্রহণ করেন সমাজের নানা স্তরের মানুষ। এদিন পুজো ও উৎসবের বিশেষ মুহূর্তে উপস্থিত ছিলেন সদর মহকুমাশাসক তমজিৎ চক্রবর্তী, বিডিও সদর মিহির কর্মকার সহ আরও অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি। তাঁদের উপস্থিতি এই ঐতিহ্যবাহী উৎসবের তাৎপর্য আরও বাড়িয়ে তোলে।

বৃহস্পতিবার সকালে পূজিত করম ডালটি স্থানীয় নদীতে পূর্ণ আচার মেনে বিসর্জন দিয়ে সমাপ্তি ঘটে উৎসবের।

পুজোর মুখে বন্ধ চা বাগান, চরম অনিশ্চয়তায় শ্রমিকরা

নিজস্ব প্রতিবেদন

নাগরাকাটা: সামনেই আদিবাসীদের প্রধান উৎসব করম পুজো, তারপর রয়েছে বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপূজা। তার আগে বন্ধ হয়ে গিয়েছে বামনডাঙ্গা চা বাগান। ফলে উৎসবের মুখে চরম অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছেন চা শ্রমিকরা। ৩১ অগাস্ট রবিবার দুপুরে নাগরাকাটার বামনডাঙ্গা চা বাগানের টুণ্ডু ডিভিশনে এক সভা করে দ্রুত চা বাগান খোলার দাবি জানালেন তাঁরা।

প্রসঙ্গত, গত শুক্রবার চা বাগানের ম্যানেজারের উপর হামলার অভিযোগ ও নিরাপত্তাহীনতার কারণ দেখিয়ে 'সাসপেনশন অফ ওয়ার্ক'-এর নোটিশ জারি করে চা বাগান ছাড়ে মালিকপক্ষ। ঘটনার পর ভগবান দাস সানথাল নামক এক শ্রমিক নেতার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। এরই প্রতিবাদে এদিন শ্রমিকরা সভা করেন এবং প্রশ্ন তোলেন, "আমরা সবাই মিলে আন্দোলন করলাম, তাহলে একজনের বিরুদ্ধেই কেন অভিযোগ দায়ের করা হল?"

শ্রমিকদের বক্তব্য, বহুদিন ধরে চা বাগানে নানা সমস্যা চলছিল, তারই প্রতিবাদে আন্দোলন। কিন্তু একজনকে টার্গেট করে মামলা করার সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া যায় না। পাশাপাশি তাঁরা জানান, সামনে করম পুজো ও দুর্গাপুজোর মতো গুরুত্বপূর্ণ উৎসব। এই সময় পরিবারের মুখে অন্ন তুলে দিতে না পারলে তা হবে শ্রমিকদের জন্য এক দুর্বিষহ পরিস্থিতি। তাই চা বাগান কর্তৃপক্ষের কাছে তাঁদের আবেদন, দ্রুত আলোচনা করে চা বাগান খুলে দেওয়া হোক।

ফের চিতাবাঘ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন

নাগরাকাটা: নাগরাকাটার এক নম্বর আংরাভাষা গ্রামপঞ্চায়েতের অন্তর্গত কলাবাড়ি চাবাগান থেকে গত ২ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার ভোরে ফের এক চিতাবাঘ উদ্ধার করলেন বনকর্মীরা। বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, একটি পূর্ণবয়স্ক চিতাবাঘকে খাঁচাবন্দি করে উদ্ধার করা হয়। তাকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর বিন্নাগুড়ি রেঞ্জের বনকর্মীরা গরুমারা জাতীয় উদ্যানে ছেড়ে দেন।

প্রসঙ্গত, গত দেড় মাসে এই চা বাগান থেকেই মোট চারটি চিতাবাঘ ধরা পড়ল। বন দপ্তর জানিয়েছে, গত ১৮ জুলাই কলাবাড়ি চাবাগানের হুলাস লাইন এলাকায় একটি দশ বছরের শিশুকে বাড়ির উঠোন থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে হত্যা করেছিল একটি চিতাবাঘ। সেই মর্মান্তিক ঘটনার পর থেকেই গোটা এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

পরিস্থিতি সামাল দিতে বন দপ্তর চাবাগানে তিনটি খাঁচা বসানোর পাশাপাশি চিতাবাঘের গতিবিধির উপর নজর রাখতে ট্র্যাপ ক্যামেরা বসায়। মঙ্গলবার ধরা পড়া চিতাবাঘটির গতিবিধিও ট্র্যাপ ক্যামেরায় ধরা পড়ে বলে জানা গিয়েছে।

এলাকায় একের পর এক চিতাবাঘ ধরা পড়ায় স্থানীয়দের মধ্যে আতঙ্ক থাকলেও পরিস্থিতি সামাল দিতে বন দপ্তরের পক্ষ থেকে লাগাতার নজরদারি চালানো হচ্ছে।

চা শ্রমিকদের পিএফ, ইডিএলআই আত্মসাৎকাণ্ডে চাঞ্চল্য, তদন্তে আদিবাসী বিকাশ পরিষদ

নিজস্ব প্রতিবেদন

ধরণিপুর: ডুয়ার্স-তরাই অঞ্চলের চা বাগানে প্রভিডেন্ট ফান্ড (পিএফ) ও এমপ্লয়িজ ডিপোজিট লিংক ইনস্যুরেন্স (ইডিএলআই) আত্মসাতের ভয়ঙ্কর চক্র সামনে আনতে উদ্যোগী হল অখিল ভারতীয় আদিবাসী বিকাশ পরিষদ। জীবিত চা শ্রমিকদের মৃত দেখিয়ে তাঁদের কষ্টার্জিত সঞ্চয় হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগে রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। চক্রটি চিহ্নিত করতে বিকাশ পরিষদ একটি বিশেষ রিসার্চ টিম গঠনের কথা ঘোষণা করেছে।

২৪ অগাস্ট রবিবার ধরণিপুর চা বাগানে এসে বিকাশ পরিষদের আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলা কমিটির নেতারা জানান, এই টিম তৃণমূল স্তরে গিয়ে প্রতারিত শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলবে ও তথ্য সংগ্রহ করবে। সংগঠনের দাবি, চক্রটির স্বরূপ উদঘাটন করে দ্রুত আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে এবং প্রশাসনকেও সম্পূর্ণ বিষয়টি জানানো হবে।

সম্প্রতি ধরণিপুর চা বাগান থেকেই একাধিক শ্রমিক অভিযোগ করেছেন, তাঁদের জীবিত থাকা সত্ত্বেও কাগজে 'মৃত' দেখিয়ে পিএফ ও ইডিএলআই-এর টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে। ইতিমধ্যে দুইজন শ্রমিক পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করেছেন। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসার পরই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে চা বাগান জুড়ে।

বিকাশ পরিষদের আলিপুরদুয়ার জেলা কমিটির সভাপতি জয়প্রকাশ টিগ্গা বলেন, "এই ঘটনা শুধু ধরণিপুরে সীমাবদ্ধ নয়। ডুয়ার্স ও তরাই অঞ্চলের আরও বহু চা বাগানে একইভাবে টাকা আত্মসাতের অভিযোগ রয়েছে। আমাদের ধারণা, এর পেছনে একটি বড় দালালচক্র কাজ করছে।" তিনি আরও জানান, রিসার্চ টিম ইতিমধ্যেই মাঠে নেমে কাজ শুরু করেছে।

সংগঠনের উত্তরবঙ্গ কো-অর্ডিনেটর জোনাস কেরকেট্টা বলেন, "আমরা প্রাথমিকভাবে বেশ কিছু সন্দেহভাজন দালালের নাম পেয়েছি। খুব শীঘ্রই গোটা চক্রের কার্যকলাপ জনসমক্ষে আনতে পারবো বলে বিশ্বাস করছি।"

এদিন ধরণিপুরে বিকাশ পরিষদের প্রতিনিধি দল বেশ কিছু প্রতারিত শ্রমিকের সঙ্গে কথা বলেন ও কীভাবে তাঁদের নাম ব্যবহার করে নকল নথি তৈরি করে টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে, তা বোঝার চেষ্টা করেন। প্রতিনিধি দলে ছিলেন দার্জিলিং জেলা কমিটির রিচার্ড মিঞ্জ, রাজেশ টোপ্পো, অনুপ মিঞ্জ, আলিপুরদুয়ার জেলার সঞ্জয় এক্কা ও করণ গোপ, জলপাইগুড়ির সুশীল তিরকি প্রমুখ।

তাঁরা ধরণিপুর পঞ্চায়েত সদস্য কৌশল্যা গোপ ও আইএনটিটিইউসির ধরণিপুর ইউনিট সভাপতি অধিরাম কর্মকারের সঙ্গেও এই বিষয়ে আলোচনা করেন।

বিকাশ পরিষদের দাবি, ধরণিপুর ছাড়াও দলমোড়, বিন্নাগুড়ি, কালচিনী, বীরপাড়া, নাগরাকাটা ও মালবাজার সহ একাধিক চা বাগানে একই ধরণের দালাল চক্র সক্রিয় রয়েছে। এই সমস্ত জায়গায় তদন্ত চালিয়ে গোটা চক্রকে আইনের আওতায় আনার ডাক দিয়েছে সংগঠনটি।

সেনাকর্মীর অবসরে সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিবেদন

ধূপগুড়ি: ভারতীয় সেনাবাহিনীতে দীর্ঘ ৩৫ বছর দেশের সেবা করে অবসর নেওয়ার পর নিজের গ্রামে ফিরলেন সুশান্ত সাহা। আর তাঁকে স্বাগত জানাতে ধূপগুড়ির কালীরহাট যেন উৎসবে মেতে উঠল। ২ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার অবসরের পর গ্রামে ফিরেন সুশান্তবাবু। তাঁর আগমনে গ্রামবাসীরা ব্যান্ড বাজিয়ে, আতসবাজি ফাটিয়ে ও মন্দিরে পুজো দিয়ে তাঁকে বাড়ি পৌঁছে দেন। গ্রামের এই অভিনব উদ্যোগে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন সেনাবাহিনীর প্রাক্তন জওয়ান।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, "সুশান্তদা দীর্ঘ সময় ধরে দেশের সেবায় ছিলেন। আমরা গর্বিত, এমন একজন মানুষ আমাদের গ্রামের সন্তান। তাই ওনার অবসর উপলক্ষ্যে একটু ভিন্নভাবে শুভেচ্ছা জানাতে চেয়েছিলাম।"

নিজের প্রতি এই শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা পেয়ে আবেগে ভেসে যান সুশান্ত সাহা। তিনি বলেন, "এতদিন গ্রামের মানুষকে ছেড়ে দেশের নানা প্রান্তে থাকতে হয়েছে। আজ যেভাবে আমাকে গ্রহণ করল আমার নিজের লোকজন, তা জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুহূর্ত।"

সীমান্তে গ্রেপ্তার বাংলাদেশি নাগরিক

নিজস্ব প্রতিবেদন

শিলিগুড়ি: সম্প্রতি শিলিগুড়ি মহকুমার খড়িবাড়ি এলাকায় ভারত-নেপাল সীমান্ত থেকে ফের তিন বাংলাদেশি নাগরিককে গ্রেপ্তার করল এসএসবির ৪১ নম্বর ব্যাটেলিয়ন। গোপন সূত্রে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে সীমান্তে অভিযান চালিয়ে সন্দেহভাজন অবস্থায় তাদের আটক করা হয়। পরবর্তীতে জিজ্ঞাসাবাদে তারা অবৈধভাবে বাংলাদেশ থেকে ভারতে প্রবেশের কথা স্বীকার করে।

ধৃত তিনজনের নাম অমল বর্মন (৫২), গৌতম বর্মন (২৬) ও প্রীতম বর্মন (২১)। জানা গিয়েছে, তারা বাংলাদেশের নীলফামারী জেলার উত্তর বেরুবন্ড এলাকার বাসিন্দা। এসএসবি সূত্রে খবর, সীমান্ত এলাকায় সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করছিল তিনজন। নজরদারির সময় তাদের আটক করা হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়, গৌতম ২০২৪ সালের ডিসেম্বর মাসে, প্রীতম ২০২৪ সালের এপ্রিল মাসে এবং অমল ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে প্রবেশ করে। ভারতে প্রবেশের পর তারা বিভিন্ন পেশায় যুক্ত হয়ে পড়ে—কেউ রাজমিস্ত্রি, কেউ দর্জি, আবার কেউ টাইলস বসানোর কাজ করছিলেন।

ঘটনার পর থেকেই খড়িবাড়ি ও সংলগ্ন এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। তবে প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, আতঙ্কের কিছু নেই। সীমান্তে টহলদারি আরও জোরদার করা হয়েছে এবং নজরদারি চালানো হচ্ছে প্রতিনিয়ত।

গাছ কাটার বিরোধিতায় নাগরিক কনভেনশন

চালসা: পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের উদ্যোগে ৩১ অগাস্ট রবিবার চালসায় অনুষ্ঠিত হল এক নাগরিক কনভেনশন। এই কনভেনশনে লাটাগুড়ি থেকে ময়নাগুড়ি পর্যন্ত রাস্তা সম্প্রসারণের পরিকল্পনার বিরোধিতা করে পাঁচ হাজার গাছ কাটার সম্ভাব্য উদ্যোগের প্রতিবাদ জানানো হয়। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য তথা উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে আগত বিজ্ঞান কর্মী, পরিবেশপ্রেমী, গবেষক ও সমাজকর্মীরা

কনভেনশনের শুরুতে উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন সংগঠনের সদস্যরা। সভা পরিচালনা করেন জলপাইগুড়ি জেলা বিজ্ঞান মঞ্চের সভাপতি প্রদীপ ভৌমিক, সাধারণ সম্পাদক সৌরভ চক্রবর্তী, কার্যকরী সভাপতি প্রদীপ মহাপাত্র, পরিবেশ বিজ্ঞানী তপন সাহা এবং রাজ্য জনবিজ্ঞান আন্দোলনের নেতৃত্ব সুনীল দাস ও গোপাল দে।

জলপাইগুড়ি জেলা বিজ্ঞান মঞ্চের সম্পাদক ও অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ড. পার্থসারথি চক্রবর্তী তাঁর প্রারম্ভিক বক্তব্যে গরুমারা জাতীয় উদ্যান সংলগ্ন জীববৈচিত্র্য, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং স্থানীয় পর্যটন বিকাশের গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, "২০১৭ সালে লাটাগুড়িতে ওভার ব্রিজ নির্মাণের জন্য গাছ কাটার ফলে যেমন পরিবেশের ক্ষতি হয়েছে, তেমনি পর্যটন ব্যবসায়ও প্রভাব পড়েছে।" তিনি দাবি করেন, গরুমারা অভয়ারণ্য ঘিরে পর্যটনের যে বিকাশ হয়েছে, তা অরণ্য ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ছাড়া সম্ভব নয়।

সাধারণ সম্পাদক সৌরভ চক্রবর্তী কনভেনশনের খসড়া প্রতিবেদন পেশ করেন। পরিবেশপ্রেমী অনির্বাণ মজুমদার, তানিয়া হক, মানবেন্দ্র দে সরকার, বিজ্ঞান কর্মী গোপাল দে, পরিবেশ বিজ্ঞানী তপন সাহা, গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের পক্ষে রঞ্জিত মিত্র, বিশিষ্ট চিকিৎসক নিরঞ্জন হালদার এবং অধ্যাপক প্রদীপ মহাপাত্র সহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

বক্তারা জানান, উত্তরবঙ্গের অর্থনীতি 'থ্রি টি' – টি (চা), টিম্বার (কাঠ) ও ট্যুরিজম (পর্যটন)-এর উপর নির্ভরশীল। ফলে অরণ্য ধ্বংস হলে তা শুধু পরিবেশের নয়, অর্থনীতিরও ক্ষতিসাধন করবে। ২০১৭ সালের আন্দোলনের স্মৃতি টেনে বক্তারা বলেন, সেবারও লাটাগুড়িতে গাছ কেটে রেলওয়ে ওভার ব্রিজ নির্মাণ করা হয়েছিল প্রশাসনিক নির্দেশে, যেখানে বুলডোজার দিয়ে এক রাতের মধ্যে গাছ কেটে ফেলা হয় এবং প্রতিবাদরত বিজ্ঞান কর্মীদের আটক করা হয়। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিজ্ঞতা তুলে ধরে বক্তারা বলেন, গাছ কাটার পর হাতিসহ বহু বন্যপ্রাণী রাস্তায় এসে আতঙ্ক তৈরি করেছিল। 'এ যেন ওদেরও একরকম প্রতিবাদ', মন্তব্য করেন এক বনকর্মী।

তাঁরা আরও জানান, যদিও এখনও পর্যন্ত সরকারিভাবে কোনো নোটিফিকেশন প্রকাশিত হয়নি, তথাপি ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটির পক্ষ থেকে শীঘ্রই রাস্তা সম্প্রসারণের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে বলে শোনা যাচ্ছে। কিছু গাছ ইতিমধ্যেই চিহ্নিত করা হয়েছে। বিকল্প হিসেবে বক্তারা মালবাজার-বড়দিঘি-ময়নাগুড়ি সংযোগকারী রুট সম্প্রসারণের পরামর্শ দেন, যা পরিবেশ রক্ষা ও মানুষের সুবিধা – দুই দিকেই ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

জলদাপাড়ায় সাফল্য বন দপ্তরের

নিজস্ব প্রতিবেদন

আলিপুরদুয়ার: সম্প্রতি বন্যপ্রাণ চোরাচালান রুখতে ফের এক বড়সড় সাফল্য পেল জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান কর্তৃপক্ষ। বিশেষ অভিযান চালিয়ে হাতির দাঁত ও চিতাবাঘের দাঁতসহ এক দম্পতিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বন দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে, অভিযানে উদ্ধার হয়েছে তিন টুকরো হাতির দাঁত (ওজন আনুমানিক ২ কেজি), চিতাবাঘের চারটি দাঁত এবং একটি ছোট গাড়ি।

গ্রেপ্তার হওয়া দম্পতির নাম পরিমল দে ও দেবযানী দে। তাঁরা কোচবিহার জেলার কোতোয়ালি থানার ঝিনাইডাঙ্গা এলাকার বাসিন্দা। জানা গিয়েছে, ধৃত দেবযানী পেশায় একজন ফিজিওথেরাপিস্ট। বন দপ্তরের সূত্র অনুযায়ী, পরিমল দে আগেও অস্ত্র আইনে গ্রেপ্তার হয়েছিল।

বিশেষ সূত্রে খবর পেয়ে, জলদাপাড়া সংলগ্ন সোনাপুর এলাকায় অভিযান চালান বন দপ্তরের আধিকারিকরা। সেখান থেকেই ওই দম্পতিকে পাকড়াও করা হয়।

ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত দোকান

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: গত ১ সেপ্টেম্বর সোমবার গভীর রাতে কোচবিহার বাস স্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায় ঘটে গেল এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল একটি দোকান। স্থানীয় ব্যবসায়ী সুমন কল্যাণ ভদ্রের মালিকানাধীন ওই দোকানটি থেকে তিনি দীর্ঘদিন ধরে ব্রডব্যান্ড পরিষেবার ব্যবসা চালাতেন। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, হঠাৎই আগুন লেগে যায় দোকানে। মুহূর্তের মধ্যেই আগুনের লেলিহান শিখায় জ্বলতে থাকে দোকানটি। রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙে ঘটনাস্থলে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

খবর পেয়ে দমকল বিভাগের একটি ইঞ্জিন দ্রুত সেখানে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার কাজ শুরু করে। দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর আগুন কিছুটা নিয়ন্ত্রণে এলেও ততক্ষণে দোকানের সমস্ত সামগ্রী ভস্মীভূত হয়ে যায়। এই ঘটনায় মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন দোকান মালিক সুমন বাবু। তিনি জানান, এই ব্যবসার উপর নির্ভর করেই চলত তার সংসার। আগুনে তার সর্বস্ব পুড়ে যাওয়ায় তিনি কার্যত দিশেহারা।

আগুন লাগার স্পষ্ট কারণ না জানা গেলেও, দমকল বিভাগের প্রাথমিক অনুমান, শর্ট সার্কিট থেকেই এই অগ্নিকাণ্ড ঘটে থাকতে পারে। স্থানীয় প্রশাসনের তরফে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত দোকান মালিককে কীভাবে সাহায্য করা যায়, সে দিকেও নজর দিচ্ছে প্রশাসন।

সপ্তম বর্ষেও অধরা অনুদান

নিজস্ব প্রতিবেদন

জলপাইগুড়ি: জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন ডেঙ্গুয়াঝার জালাদিপাড়া এলাকায় মহিলাদের উদ্যোগে আয়োজিত দুর্গাপুজো এবছর পদার্পণ করল সপ্তম বর্ষে। বিগত সাত বছর ধরে স্থানীয় মহিলারা নিজেরাই চাঁদা তুলে এই পুজোর আয়োজন করে চলেছেন। পুজোর প্রতিটি খুঁটিনাটি, থিম থেকে শুরু করে মণ্ডপসজ্জা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান—সব কিছুতেই মহিলাদের সক্রিয় ভূমিকা থাকে। তবে এই পুজো কমিটি এখনও পর্যন্ত একবারও পায়নি সরকারি পুজো অনুদান। পুজোর আয়োজক মহিলাদের দাবি, বহু আবেদন সত্ত্বেও তাঁরা প্রতিবারই বাদ পড়েছেন সরকারি সাহায্যের তালিকা থেকে। এবছরও সরকারি অনুদানের আশায় দিন গুনছেন তাঁরা।

এসএফআইয়ের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ সহ সাত দফা দাবিতে ২৮ অগাস্ট বৃহস্পতিবার বিক্ষোভে সামিল হল ছাত্র সংগঠন এসএফআই। বিক্ষোভের পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারের কাছে দাবিপত্রও জমা দেন আন্দোলনকারীরা।

এই কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন এসএফআই-এর কোচবিহার জেলা সম্পাদক প্রাঞ্জল মিত্র, জেলা সভাপতি জিৎ কুমার পাল, ছাত্রনেতা অঙ্কন করঞ্জাই-সহ অন্যান্য ছাত্রনেতারা।

জেলা সভাপতি জিৎ কুমার পাল জানান, "বিশ্ববিদ্যালয়ে অবিলম্বে গেট নির্মাণ, ছাত্রছাত্রীদের হোস্টেল ফি কমানো এবং নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার দাবিও আমরা জানিয়েছি।" এছাড়াও, ইউজিসি কর্তৃক প্রস্তাবিত ফলাফল-ভিত্তিক পাঠ্যক্রম কাঠামোর খসড়া বাতিল, অবিলম্বে ছাত্র সংসদ নির্বাচনের দিন ঘোষণা, এবং স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগের দাবিও জানান আন্দোলনকারীরা।

সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দাবিগুলির দ্রুত বাস্তবায়ন না হলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটবেন তাঁরা।

সহায়তাহীন তিন শিশু

নিজস্ব প্রতিবেদন

আলিপুরদুয়ার: মায়ের মৃত্যুর পর নিঃস্ব এক পরিবার—তিনটি শিশুর চোখে আজ শুধু অনিশ্চয়তা। আলিপুরদুয়ারের বীরপাড়ার এক প্রান্তে ভাঙাচোরা টিনের ঘরে দিন কাটছে সাহেদুল ইসলামের পরিবারের। মা হারানো তিন সন্তান এখন বেঁচে আছে শুধু আশেপাশের মানুষের দয়া-দাক্ষিণ্যে।

মাত্র বারো বছর বয়সের এক কিশোরী এবং তার দুই ছোট ভাইয়ের জীবনে শুরু হয়েছে বড় লড়াই। বাবা সাহেদুল ইসলাম অনিয়মিত দিনমজুরের কাজ করে যে সামান্য রোজগার করেন, তাতে নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। স্থানীয় এক বাসিন্দা জানান, "আমরা চেষ্টা করছি পাশে দাঁড়াতে। কিন্তু দীর্ঘদিন এইভাবে বাচ্চাগুলোর জীবন বাঁচানো কঠিন। সমাজ ও প্রশাসনের সাহায্য ছাড়া ওদের চলা মুশকিল।"

শিশুদের শৈশব যাতে অনাহারে, কষ্টে না কাটে, সে দাবি তুলেছেন এলাকার অনেকেই। তাঁদের কথায়, "এরা তো আমাদেরই সন্তান। সমাজের দায়িত্ব, এদের পাশে দাঁড়ানো।"

বর্তমানে এই পরিবারের একটাই প্রত্যাশা—সমাজ এগিয়ে আসুক, এই শিশুদের ভবিষ্যৎ যেন অন্ধকারে তলিয়ে না যায়।

কুষ্ঠরোগ নির্মূলে বিশেষ অভিযান

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: কুষ্ঠরোগ নির্মূলের পথে বড় পদক্ষেপ নিল কোচবিহার জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর। আগামী ২ সেপ্টেম্বর থেকে ১৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত জেলায় চলবে বিশেষ কুষ্ঠরোগী খোঁজার অভিযান। টানা ১৭ দিনের এই বিশেষ সার্ভেতে জেলার ছয়টি নির্বাচিত ব্লক এবং দিনহাটা শহরে নামানো হবে ১,৩৩১টি টিম। প্রতিটি টিমে থাকবেন একজন করে আশাকর্মী এবং পুরুষ স্বেচ্ছাসেবী। এই বিশাল অভিযানে প্রায় ১৩ লক্ষ ৩০ হাজার বাড়িতে পৌঁছানোর লক্ষ্য নিয়েছে জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর। পুরো প্রক্রিয়ার তদারকিতে থাকবেন ১৩২ জন সুপারভাইজার।

জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিকদের মতে, সামাজিক লজ্জা ও ভ্রান্ত ধারণার কারণে এখনও বহু কুষ্ঠরোগী চিকিৎসা নিতে এগিয়ে আসেন না। তাঁদের চিহ্নিত করে স্বাস্থ্য পরিষেবার আওতায় আনার লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ। বর্তমানে সরকারি নথি অনুযায়ী জেলায় কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা ৯৮। তবে বাস্তবে সংখ্যাটা আরও বেশি হতে পারে বলেই মনে করছেন স্বাস্থ্য কর্তারা। সার্ভের সময় কারও মধ্যে সন্দেহজনক উপসর্গ দেখা গেলে, সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে নিকটবর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠানো হবে।

জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ হিমাদ্রি আড়ি বলেন, "রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে কুষ্ঠরোগ নির্মূলের জন্য নির্দেশ এসেছে। সেই অনুযায়ী আমরা এই বিশেষ অভিযান শুরু করছি।"

উল্লেখ্য, রাজ্য সরকারের লক্ষ্য ২০২৭ সালের মধ্যেই কুষ্ঠরোগ পুরোপুরি নির্মূল করা। সেই লক্ষ্যেই জেলাভিত্তিক এই কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর।

জেলা হাসপাতালে গোরুর দাপট!

নিজস্ব প্রতিবেদন

আলিপুরদুয়ার: চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে এসে এমন অভিজ্ঞতা কারোরই প্রত্যাশিত নয়। ৩১ অগাস্ট রবিবার আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে এসে উত্তর বামুনপাড়া এলাকার বাসিন্দা সুনীল রায় রীতিমতো অবাক হয়ে যান। হাসপাতালের এসওয়ার রুমে পরিবারের সদস্যকে দেখতে গিয়ে তাঁর চোখে পড়ে, চত্বর জুড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে একাধিক গোরু!

হাসপাতালের একাধিক ফটক খোলা থাকায় বাইরে থেকে গোরুগুলি নির্বিঘ্নে ঢুকে পড়ছে বলে অভিযোগ। এর ফলে হাসপাতালের পরিবেশ বিঘ্নিত হচ্ছে।

রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান সুমন কাজলাল জানান, "হাসপাতালের নানা দিক খোলা থাকায় গোরু ঢুকে পড়ছে। দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে এই সমস্যার সমাধান হবে না।"

হাসপাতালে ভর্তি রোগীদের পরিবারের অভিযোগ, এই পরিস্থিতিতে স্বাভাবিক স্বাস্থ্যসেবা পাওয়া প্রায় অসম্ভব। একদিকে পর্যাপ্ত চিকিৎসকের অভাব, অন্যদিকে গোরুর অবাধ বিচরণ-সব মিলিয়ে জেলার প্রধান হাসপাতালের এমন করুণ চিত্রে ক্ষোভে ফুঁসছেন সাধারণ মানুষ। স্থানীয়দের দাবি, দ্রুত সুরাহা না হলে রোগীর জীবন ঝুঁকির মুখে পড়বে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এবং জেলা প্রশাসনের কাছ থেকে দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপের দাবি তুলেছেন তাঁরা।

ফের বাংলায় কথা বলায় হেনস্থার স্বীকার, পরিযায়ী শ্রমিক

নিজস্ব প্রতিবেদন

মালদা: সম্প্রতি ফের ভিন রাজ্যে হেনস্থার স্বীকার হলেন বাংলার পরিযায়ী শ্রমিক। উড়িষ্যায় কাজে গিয়ে বাংলা ভাষায় কথা বলার অপরাধে আক্রান্ত হয়েছেন মালদার গাজোল থানার চিলিমপুর এলাকার আদিবাসী যুবক বিনয় বেসরা।

সূত্রের খবর, দিন কয়েক আগে উড়িষ্যায় কাজে যান বিনয়। অভিযোগ, বাংলা ভাষায় কথা বলায় প্রথমে স্থানীয় কিছু গ্রামবাসী তাঁকে মারধর করে। পরে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় সেখানকার একটি থানায়। সেখানে গিয়েও পুলিশের পক্ষ থেকে তাঁর উপর শারীরিক নিগ্রহ চালানো হয় বলে অভিযোগ। কোনো মতে প্রাণ বাঁচিয়ে বাড়ি ফিরে এলেও, মানসিকভাবে চরম আতঙ্কে রয়েছেন ওই যুবক।

এই ঘটনার প্রতিবাদে গাজোল পঞ্চায়েত সমিতিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করে তৃণমূল কংগ্রেস। সেখানে উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মোজাম্মেল হোসেন এবং তৃণমূলের ব্লক সভাপতি দীনেশ টুডু। তাঁদের অভিযোগ, বিজেপি শাসিত উড়িষ্যায় পরিকল্পিতভাবে বাঙালিদের হেনস্থা করা হচ্ছে। বাংলা ভাষায় কথা বলার অপরাধেই এ ধরনের ঘটনার শিকার হতে হচ্ছে শ্রমিকদের। তাঁদের হুঁশিয়ারি, ভবিষ্যতে যদি কেন্দ্রের বিজেপি সরকার এই ধরনের বাঙালি হেনস্থা বন্ধ না করে, তাহলে তাঁরা বৃহত্তর আন্দোলনের পথে অগ্রসর হবেন।

অন্যদিকে গাজোলের বিজেপি বিধায়ক চিন্ময় দেব বর্মণ জানান, "উড়িষ্যার মতো রাজ্যে বাংলা ভাষায় কথা বলার জন্য কেউ হেনস্থার শিকার হন, এটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। এই ঘটনা সম্পূর্ণভাবে বিরোধীদের চক্রান্ত।"

ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত ও সরকারি হস্তক্ষেপের দাবি তুলেছেন এলাকাবাসীরা।

গেম চক্রের বিরুদ্ধে পুলিশি অভিযান

নিজস্ব প্রতিবেদন

দক্ষিণ দিনাজপুর: গোপন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ এক বড়সড় অভিযান চালিয়ে অনলাইন গেম চক্রের পর্দাফাঁস করল। ২৬ অগাস্ট মঙ্গলবার সন্ধ্যায় গঙ্গারামপুর ফুটবল মাঠ সংলগ্ন একটি হোটেলে হানা দিয়ে হোটেল মালিক পিন্টু ঘোষ-সহ মোট ১১ জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। অভিযানের সময় একটি মোবাইল ফোনও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

সূত্রের খবর, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক (এসডিপিও) দীপাঞ্জন ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে গঠিত একটি বিশেষ পুলিশ দল ওই হোটেলে অভিযান চালায়। দীর্ঘদিন ধরেই শহরের বিভিন্ন স্থানে অনলাইন গেমের আড়ালে বেআইনি কার্যকলাপ চলছিল বলে পুলিশের অনুমান। অভিযোগের সত্যতা যাচাই করতে এদিন অভিযান চালানো হয়।

প্রথমে হোটেল মালিককে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে ধাপে ধাপে অনলাইন গেম চক্রে জড়িত আরও ১০ জনকে হাতেনাতে ধরে ফেলে পুলিশ। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, এই চক্রের সঙ্গে আর কে বা কারা জড়িত রয়েছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সম্ভাব্য অন্যান্য চক্রের হদিস পেতেও তদন্ত চালাচ্ছে পুলিশ। এলাকায় অনলাইন গেমের আড়ালে বেআইনি কাজকর্ম রুখতে নজরদারি আরও বাড়ানো হয়েছে।

সম্পাদকীয়

পরিবেশবান্ধব পুজো-কর্তব্য

বর্ষা তার রূপ ও গন্ধ নিয়ে বিদায় নিয়েছে। বৃষ্টি যে চলে গিয়েছে তা নয়। বিচ্ছিন্নভাবে কখনও কখনও উল্লাস করতে করতে নেমে পড়ছে সে। এ সবের মধ্যেই হাতছানি দিয়েছে শরৎ। বাঙালির জীবনের এ শরৎকালের এক অন্যন্য ভূমিকা। বছরের এই একটি সময়ের জন্য অপেক্ষা করে থাকেন আপামর বাঙালি মানুষ। কারণ এই সময়েই বাঙালির সব থেকে বড় উৎসব দুর্গাপুজো। আর সময় নেই। মেরেকেটে তিন সপ্তাহ থেকে এক-দু'দিন বেশি। শহর থেকে গ্রাম জুড়ে মণ্ডপ তৈরির ব্যস্ততা। কুমোরটুলিগুলিতে প্রতিমা তৈরির কাজ চলছে জোরকদমে।

এই এমন একটি মাসে সবকিছুই যাতে সুন্দর ও পরিবেশবান্ধব থাকে তা প্রত্যেকেই চায়। অথচ দেখা যায় এই সময় থেকেই বাড়তে থাকে পরিবেশদূষণের মাত্রা। কেননা, বহু জায়গাতেই পরিবেশবান্ধব জিনিসপত্র ব্যবহার করা হয় না। প্রতিমা তৈরির কাজে রাসায়নিক ব্যবহারের অভিযোগ ওঠে। প্লাস্টিকের ক্যারিব্যাগ, থার্মোকল তো যত্রতত্র ঘুরে বেড়ায়। যা একেবারেই কাম্য নয়।

তাই এই বিষয়গুলি নিয়ে আরও কড়াকড়ি প্রয়োজন। সরকার-প্রশাসন তো বটেই, পুজো কমিটিগুলিকেও পুরোপুরি পরিবেশবান্ধব পুজোর শহর বা গ্রাম তৈরিতে এগিয়ে আসা উচিত। উৎসব হোক আনন্দের, কিন্তু তার ছায়ায় প্রকৃতির উপর যেন না নামে বিষাদের ছায়া। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য আমরা যদি আজ পরিবেশবান্ধব দুর্গাপুজোর দিশা তৈরি করতে পারি, তবেই তা হবে প্রকৃত পূজা—মায়ের প্রতি, প্রকৃতির প্রতি।

টিম পূর্বোত্তর

সম্পাদক	ঃ	সন্দীপন পন্ডিত
কার্য্যকারী সম্পাদক	ঃ	দেবাশীষ চক্রবর্তী
সহকারী সম্পাদক	ঃ	কঙ্কনা বাগো মজুমদার, দুর্গাশ্রী মিত্র, রাহুল রাউত
ডিজাইনার	ঃ	সমরেশ বসাক
বিজ্ঞাপন আধিকারিক	ঃ	রাকেশ রায়
জনসংযোগ আধিকারিক	ঃ	মিঠুন রায়

অসমে আইওসিএল কর্মচারীদের জন্য দুই দিনের স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করল মেদান্তা গুরগাঁও

টানা ছয় বছর ধরে নিউজউইকের শীর্ষ স্তরে ভারতের সেরা বেসরকারি হাসপাতাল হিসেবে স্বীকৃত গুরগাঁওয়ের মেদান্তা – দ্য মেডিসিটি, সফলভাবে অসমে ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিমিটেড (আইওসিএল) কর্মচারীদের জন্য দুই দিনের মাল্টি স্পেশ্যালিটি স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করেছে। গুয়াহাটি ও বঙাইগাঁও শোধনাগার হাসপাতালের সহযোগিতায় আয়োজিত এই শিবির ২৩ আগস্ট, ২০২৫তারিখে শেষ হয়।

এই অনুষ্ঠানটি দুটি ভিন্ন স্থানে আয়োজন করা হয়েছিল: প্রথমটি, ২২ অগাস্ট, ২০২৫ তারিখে, গুয়াহাটির নুনমাটিতে অবস্থিত আইওসিএল এল অ্যান্ড ডি সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয়টি হয় ২৩ অগাস্ট, ২০২৫ তারিখে বঙাইগাঁওয়ের শোধনাগার হাসপাতালে। উভয় অনুষ্ঠানেই মেদান্ত - দ্য মেডিসিটির গ্যাস্ট্রোসায়েন্সেসের জ্যেষ্ঠ পরিচালক ডাঃ পবন রাওয়াল এবং মেদান্ত - দ্য মেডিসিটির কার্ডিয়াক কেয়ারের পরিচালক ডাঃ শরদ ট্যান্ডন সুবিধাবঞ্চিত জনগণকে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য উপস্থিত ছিলেন।

অংশগ্রহণকারীদের স্বাস্থ্য সচেতনতা সম্পর্কে বলতে গিয়ে দুই চিকিৎসক প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যসেবার জন্য রোগের প্রাথমিক শনাক্তকরণ, জীবনধারা পরিবর্তন এবং গুরুতর অসুস্থতার ঝুঁকি কমাতে সময়োপযোগী চিকিৎসারউপরে জোর দেন।

গ্যাস্ট্রোইনটেস্টাইনাল স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে ডাঃ রাওয়াল প্রতিরোধমূলক যত্ন সুষম পুষ্টি, নিরাপদ খাদ্য ও জল গ্রহণ,আলসার, লিভারের ব্যাধি বা কোলোরেক্টাল ক্যান্সারের মতো রোগ প্রথমাবস্থায় নির্ণয়ের জন্য নিয়মিত স্ক্রিনিং এবং হেপাটাইটিসের বিরুদ্ধে টিকাদানের গুরুত্ব তুলে ধরেন।

সুস্থ শরীরের জন্য স্বাস্থ্যকর জীবনধারা এবং খাদ্যাভ্যাস' শীর্ষক বিষয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে, মেদান্তা – দ্য মেডিসিটি গুরগাঁওয়ের গ্যাস্ট্রোসায়েন্সেস বিভাগের সিনিয়র ডিরেক্টর ডাঃ পবন রাওয়াল বলেন,"নিয়মিত চেক-আপের মাধ্যমে সম্ভাব্য সমস্যাগুলি গুরুতর পর্যায়ে যাওয়ার আগেই শনাক্ত করা যায় এবং সময়োপযোগী পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব হয়। এই সক্রিয় পদ্ধতি দীর্ঘস্থায়ী রোগ নিয়ন্ত্রণ করতে এবং স্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রাকে উৎসাহিত করতেও সাহায্য করে।"

ডাঃ ট্যান্ডন বলেন,"স্বাস্থ্যকর খাদ্য,শারীরিক সক্রিয়তা, মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণ করা এবং নিয়মিত চেক-আপের মাধ্যমে উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, স্থূলতা এবং উচ্চ কোলেস্টেরলের মতো ঝুঁকিগুলির মোকাবিলা করা সম্ভব-যা হৃদরোগ প্রতিরোধের ক্ষেত্রেসহায়ক হয়। "তাঁর কথায়, "এই পদক্ষেপগুলি শুধু রোগের বোঝা কমায় না, বরং দীর্ঘমেয়াদী সুস্থতা নিশ্চিত করে এবং জীবনের মানও উন্নত করে।"

আকস্মিক কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট' শীর্ষক আলোচনায়, মেদান্তা – দ্য মেডিসিটির কার্ডিয়াক কেয়ার পরিচালক ডাঃ শরদ ট্যান্ডন যোগ করেন, "আমাদের সামগ্রিক লক্ষ্য হল প্রতিরোধযোগ্য রোগের সূচনা বা অগ্রগতি রোধ করা ও একই সঙ্গে বিদ্যমান রোগের লক্ষ্মণগুলিকে যাতে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়- তা নিশ্চিত করা।"

মেডিকেল ক্যাম্প সম্পর্কে বলতে গিয়ে, মেদান্তার চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক ডাঃ নরেশ ত্রেহান বলেন, "স্বাস্থ্যসেবা পরিষেবার ক্ষেত্রে উত্তর-পূর্ব ভারত দীর্ঘদিন ধরে বঞ্চিত। মেদান্তায় আমরা বিশ্বাস করি যে উন্নত মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবা কোনও বিশেষাধিকার নয়, বরং সকলের সাধারণ অধিকার হওয়া উচিত নয়। যে যেখানেই থাকুক না কেন, সকলের জন্য অত্যাধুনিক স্বাস্থ্যসেবা সহজলভ্য করে তোলাই আমাদের যে লক্ষ্য এবং এই উদ্যোগের মাধ্যমে আমরা সেই আদর্শকেই তুলে ধরছি। আমাদের অত্যন্ত অভিজ্ঞ চিকিৎসকেরা তাঁদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞ এবং তাঁরা সকলেই মেদান্তার 'হর এক জন আনমোল' (প্রতিটি জীবনই মূল্যবান) নীতিকে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন।"

ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডে শিলিগুড়ির ভাগ্যশ্রী

মাত্র ১ বছর ১০ মাস বয়সেই নজির গড়ল শিলিগুড়ির হাকিমপাড়ার বাসিন্দা ভাগ্যশ্রী দেবনাথ। এই অল্প বয়সেই বিভিন্ন দেশের নাম, রাজধানী, ফুল-ফল, পশু-পাখি, শাক-সবজি এবং ৩৫টি ইংরেজি শব্দের বাংলা অর্থ স্পষ্টভাবে বলতে পারে সে। আর এই প্রতিভার জোরেই জায়গা করে নিয়েছে ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডে।

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, মাত্র ৯ মাস বয়স থেকেই ভাগ্যশ্রী স্পষ্টভাবে অনেক কথা বলতে শুরু করে। আশ্চর্যজনকভাবে শুনে শুনেই নানা জিনিস মনে রাখতে পারত সে। এরপরই তার বাবা-মায়ের মধ্যে আগ্রহ জন্মায়, মেয়েকে আরও নতুন নতুন তথ্য শেখানোর। শুরু হয় বিভিন্ন দেশের নাম ও শব্দ শেখানোর পর্ব।

পরবর্তীতে ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডে নাম পাঠানোর পরিকল্পনা করেন ভাগ্যশ্রীর অভিভাবকরা। ইন্টারনেটের সাহায্যে ভিডিও পাঠিয়ে করা হয় আবেদন। কিছুদিনের মধ্যেই সুখবর এসে পৌঁছায়— ভাগ্যশ্রীর নাম অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডে। ইতিমধ্যে রেকর্ড কর্তৃপক্ষের তরফে মেডেল সহ স্বীকৃতির অন্যান্য সামগ্রী এসে পৌঁছেছে ভাগ্যশ্রীর পরিবারের হাতে।

ভাগ্যশ্রীর মা জানান, “এত অল্প বয়সে এই সাফল্য সত্যিই গর্বের বিষয়। আমরা খুবই খুশি। শুধু পরিবার নয়, আশপাশের মানুষজনও ওর এই কৃতিত্বে অত্যন্ত আনন্দিত।”

কবিতা

বার্ধক্য আসে

অঙ্কিতা চন্দ

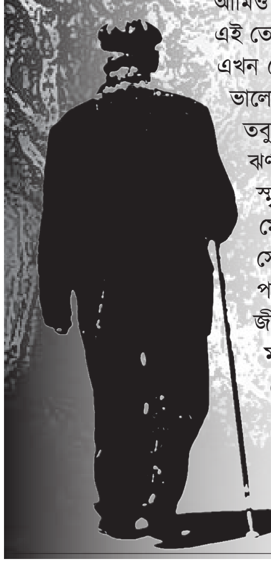

এখন আমি ষাটোর্ধ্ব, যৌবন নেই আর
বছর গুলো হারিয়ে গেল, এখন অন্ধকার।
জীবন যেন দোলার মতো, কোন পানে যে ধায়!
আবার হঠাৎ থমকে বলে, আর কি চলা যায়?
সামনে কত আমারই মতো কুচকে যাওয়া মুখ
আমিও তবে এঁদেরই মতো? চমকে ওঠে বুক!
এই তো সেদিন ধরতে পেতাম আকাশ ছোঁয়া চাঁদ
এখন দেখি চাঁদ শুধু নয়, গোলাপটাও বাদ।
ভালোবাসাও বৃদ্ধ এখন, কচি খুঁকিটি নয়,
তবুও যেন কখনো রক্তে এক রোমাঞ্চ বয়।
ঝর্ণা থেকে পাহাড় চূড়া, দিকবিদিকে ঘোরা
স্মৃতির পাতায় সবটা আজও সবুজ দিয়ে মোড়া।
সেসব দিন আর কোথায় এখন, বুড়ো হওয়ার পালা
জীবন যেন এমনি এখন শুকনো জুঁইয়ের মালা।
দেখতে দেখতে সময় তো শেষ, পোহানো বাকি রাত্রি,
বাকিটুকুও কাটিয়ে নেবো একসাথে সহযাত্রী।

গৌরব’স অ্যাকাডেমি-তে বার্ষিক অঙ্কন পরীক্ষা

মোবাইল ফোনের মোহ কাটিয়ে শিল্পে মনোনিবেশ করছে জলপাইগুড়ির কচিকাঁচারা। বার্ষিক অঙ্কন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে সেই প্রবণতাই আরও একবার স্পষ্ট হল। গত ৩১ অগাস্ট রবিবার জলপাইগুড়ি শিরিশতলা ভবেশ চন্দ্র বালিকা বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হল ‘গৌরব’স অ্যাকাডেমি অব আর্ট অ্যান্ড ক্রাফট’-এর বার্ষিক অঙ্কন পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত প্রায় ৪৫০ জন ছাত্রছাত্রী।

গৌরব’স অ্যাকাডেমি-র কর্ণধার গৌরব ঘোষ জানান, “শুধু অঙ্কন শেখানো নয়, শিশুদের মানসিক বিকাশ ও মনোসংযোগ বৃদ্ধিও আমাদের লক্ষ্য। দিনে দিনে অভিভাবকদের আগ্রহ ও ছাত্রসংখ্যা বাড়ছে, যা আমাদের আরও উৎসাহী করে তুলছে।”

গ্রন্থ প্রকাশনা : ‘কথা ছিটমহল’

সম্প্রতি কোচবিহারের উপাসনা ভবনে অনুষ্ঠিত হল বিশিষ্ট গবেষক দেবব্রত চাকীর নতুন গ্রন্থ ‘কথা ছিটমহল’-এর প্রকাশনা অনুষ্ঠান। ছিটমহল সংক্রান্ত এই বিশাল গবেষণা-গ্রন্থটির মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮৫১ এবং এটি প্রকাশ করেছে কলকাতার সোপান প্রকাশন।

উল্লেখ্য, ভারত সরকারের সাংস্কৃতিক মন্ত্রকের সিনিয়র ফেলোশিপ (বাংলা সাহিত্য) প্রকল্পে প্রাপ্ত সমীক্ষা ও গবেষণার ফলস্বরূপ গ্রন্থটি রচিত হয়েছে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য ড. সরিৎকুমার চৌধুরী, কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ড. দেবকুমার মুখার্জি, উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অর্থনীতির অধ্যাপক ড. আশুতোষ সরকার এবং কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রধান ড. কার্তিকচন্দ্র সূত্রধর।

বই প্রকাশের পাশাপাশি অনুষ্ঠানে অনুষ্ঠিত হয় কবিতাপাঠ এবং কবিতা বিষয়ক আলোচনা। কবিতাপাঠে অংশগ্রহণ করেন বিশিষ্ট কবি মৃত্যুঞ্জয় ভাওয়াল, গৌতমকুমার ভাদুড়ি, নীলাদ্রি বিশ্বাস, শুচিস্মিতা চক্রবর্তী, শীলা সরকার, উৎপলেন্দু পাল, ভূপালী রায়, শুভজিৎ ঘোষ, মঞ্জু ঠাকুর চৌধুরী, প্রণতি তালুকদার, জয়শ্রী সরকার, শুভাশিস নাগ প্রমুখ।

কবিতা বিষয়ক আলোচনায় অংশ নেন ড. আশুতোষ সরকার ও নীহারকুমার হোড়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেন প্রদীপ ঝা।

পুজোর মরশুমে নতুন প্রেমের গান ‘বৃষ্টি এল’

পুজোর ঠিক আগে দর্শকদের জন্য এক বিশেষ উপহার নিয়ে হাজির এরিন মিডিয়া অ্যান্ড এন্টারটেইনমেন্ট। তাদের আসন্ন মিউজিক ভিডিও ‘বৃষ্টি এলো’ ইতিমধ্যেই সঙ্গীতপ্রেমীদের আলোচনার শীর্ষে। প্রেম, আবেগ আর রোমান্সে মোড়া এই বাংলা গানটি হয়ে উঠতে চলেছে পুজোর অন্যতম আকর্ষণ।

গানটির প্রযোজনা করেছেন বিপ্লব কুমার সিনহা। প্রযোজনার পাশাপাশি অভিনয়েও মুখ্য ভূমিকায় দেখা যাবে তাঁকে। তাঁর সঙ্গে পর্দা ভাগ করবেন পূজা চ্যাটার্জি। ভিডিওটি পরিচালনা করেছেন চিরঞ্জিত সান্যাল। সুরকার জিষ্ণু ও নীলাঞ্জনা।

পুজোর উৎসবমুখর পরিবেশে ‘বৃষ্টি এলো’ গানটি প্রেমের আবেশে ভাসিয়ে দেবে শ্রোতা-দর্শকদের— এমনটাই বিশ্বাস প্রযোজনা সংস্থার।

ঋত্বিক নাট্য সংস্থার ‘ড্রামা ফেস্টিভ্যাল’

নবপ্রজন্মকে থিয়েটারমুখী করে তুলতে ঋত্বিক নাট্য সংস্থার প্রচেষ্টায় শুরু হয়েছিল স্কুল ও কলেজ ড্রামা ফেস্টিভ্যাল। সেই প্রয়াস এখন অনেকটাই সফল বলে দাবি করলেন নাট্য সংস্থার সদস্য ও অভিনেতা কুশল বোস। তিনি জানান, এই উৎসব থেকেই অনেক ছাত্রছাত্রী থিয়েটারে যুক্ত হচ্ছেন এবং শহরের বিভিন্ন নাট্যদলে নিয়মিত চর্চা করছেন।

এইবছর সপ্তম বর্ষে পা রাখতে চলেছে এই নাট্য প্রতিযোগিতা। সপ্তম বর্ষে পদার্পণকে কেন্দ্র করে ১ অগাস্ট সোমবার দীনবন্ধু মঞ্চে তৈরি হল এক অনন্য নাট্যমুখর পরিবেশ। পাঁচ দিনের এই নাট্য উৎসবের উদ্বোধন হয় প্রদীপ প্রজ্বলন, ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ, ঋত্বিক সংস্থার কর্ণধার প্রয়াত মলয় ঘোষের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও শ্রদ্ধা নিবেদনের মাধ্যমে।

এবারের নাট্য প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছে মোট ২২টি স্কুল ও ৫টি কলেজ। প্রতিবছর ৫ সেপ্টেম্বর এই উৎসবের সূচনা হলেও, চলতি বছর পরীক্ষার কারণে তারিখ এগিয়ে আনা হয়েছে।

এদিন নেতাজী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের পরিবেশিত ‘ফণিমনসার স্বর্গ’ নাটকের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক সূচনা হয় নাট্যমঞ্চের। দিনটির সমাপ্তি ঘটে হিন্দি হাইস্কুলের মঞ্চস্থ ‘কফন’ নাটকের মধ্য দিয়ে।

অবশেষে খুলে গেল গজলডোবা তিস্তা ব্যারেজ সেতু

নিজস্ব প্রতিবেদন

জলপাইগুড়ি: দীর্ঘ প্রায় চার মাস বন্ধ থাকার পর অবশেষে ৩১ অগাস্ট রবিবার থেকে খুলে দেওয়া হল গজলডোবার তিস্তা ব্যারেজের সেতু। সংস্কারের পর আনুষ্ঠানিকভাবে সেতুর উদ্বোধন করেন রাজ্যের অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বুলুচিক বড়াইক, গজলডোবা ডেভেলপমেন্ট অথরিটির ভাইস চেয়ারম্যান ও রাজগঞ্জের বিধায়ক খগেশ্বর রায়, এবং জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসনের আধিকারিকেরা।

প্রসঙ্গত, গত ২৭ এপ্রিল থেকে সেতুটি সম্পূর্ণভাবে যান চলাচলের জন্য বন্ধ রাখা হয়েছিল। দীর্ঘদিনের জীর্ণ অবস্থার ফলে ওই সময় এলাকাবাসীকে চরম ভোগান্তির মুখে পড়তে হয়। রাজ্য সরকারের উদ্যোগে সংস্কারকাজ শুরু হলে প্রায় সাড়ে চার মাসের চেষ্টায় নতুন রূপে প্রস্তুত হয় সেতুটি।

তবে সেতুর বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনা করে প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ২৫ টনের বেশি ওজনের যানবাহন আপাতত এই সেতু দিয়ে চলাচল করতে পারবে না। ভারী যানবাহনের ক্ষেত্রে বিকল্প রাস্তাই ব্যবহার করতে হবে বলে নির্দেশিকা জারি হয়েছে।

রাধা অষ্টমীতে স্থাপিত হল শক্তি দণ্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: গত ৩১ অগাস্ট রবিবার রাজ আমলের প্রাচীন রীতি মেনে রাধা অষ্টমী তিথিতে কোচবিহারের ঐতিহাসিক বড় দেবীর মন্দিরে স্থাপন করা হল ময়না কাঠের শক্তি দণ্ড। এই বিশেষ দিনে মন্দির প্রাঙ্গণে আয়োজিত হয় এক বিশেষ পূজার অনুষ্ঠান।

কথিত আছে, রাধা সপ্তমীর শেষ রাত্রে মদনমোহন বাড়ি থেকে রাজ ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে শক্তি দণ্ড আনানো হয় বড় দেবীর মন্দিরে। পরদিন অর্থাৎ রাধা অষ্টমীর পুণ্য তিথিতে এই শক্তি দণ্ডের উপর অনুষ্ঠিত হয় বিশেষ পূজা ও আরাধনা। শতাব্দীপ্রাচীন এই প্রথা আজও একই রকম নিষ্ঠা ও মর্যাদার সঙ্গে পালিত হয়ে আসছে। এই পূজার পরবর্তী তিন দিন বিরতি দিয়ে মৃত শিল্পীরা ময়না কাঠের এই শক্তি দণ্ডকে কেন্দ্র করে দুর্গামূর্তি নির্মাণের কাজ শুরু করবেন।

সেই মূর্তিই ব্যবহৃত হবে আসন্ন দুর্গোৎসবে, যা কোচবিহারের অন্যতম বড় ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক উৎসব। এদিনের পূজা উপলক্ষ্যে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট পুরোহিত হিরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ও দ্বিজেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ও রাজ প্রতিনিধি অমিয় কুমার বক্সি।

স্যানিটারি ন্যাপকিন এটিএম

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: সম্প্রতি কোচবিহার জেলার হলদিবাড়িতে মহিলাদের স্বাস্থ্য ও স্বচ্ছতার দিকে নজর রেখে এক প্রশংসনীয় ও মানবিক উদ্যোগ গ্রহণ করল 'গ্রিন জলপাইগুড়ি' স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। শহরের পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বসানো হল বিনামূল্যের স্যানিটারি ন্যাপকিন এটিএম।

হলদিবাড়ি নতুন বাসস্ট্যান্ড, পুরোনো বাসস্ট্যান্ড, নিউ মার্কেট, মাছ বাজার ও হলদিবাড়ি হাসপাতালের পাবলিক টয়লেটে এই এটিএম মেশিনগুলি বসানো হয়েছে। এর ফলে শহরের মহিলা ও কিশোরীরা যেকোনো সময় প্রয়োজন অনুযায়ী সহজেই স্যানিটারি ন্যাপকিন সংগ্রহ করতে পারবেন।

এই প্রকল্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হলদিবাড়ি থানার আইসি কাশ্যপ রায়, গ্রিন জলপাইগুড়ি-র সভাপতি বিনোদ আগরওয়াল, সম্পাদক অংকুর দাস, হলদিবাড়ি শাখার সভাপতি প্রসেনজিৎ মিত্র, সম্পাদক শ্যামল দে সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

গ্রিন জলপাইগুড়ির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই স্যানিটারি ন্যাপকিন এটিএম-এর মাধ্যমে বছরে প্রায় পাঁচ হাজার মহিলা ও কিশোরী উপকৃত হবেন।

শুটআউট কাণ্ডে গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদন

জলপাইগুড়ি: কুলটি শুটআউট কাণ্ডে বড়সড় সাফল্য পেল পুলিশ। জলপাইগুড়ি থেকে এক মহিলাসহ দুইজনকে গ্রেপ্তার করল আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের বিশেষ দল। ধৃতদের মধ্যে থাকা মহিলার নাম ফারহা নাজ। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, এই শুটআউট কাণ্ডের অন্যতম মূল চক্রী তিনিই।

সূত্রের খবর, আসানসোল পুলিশ কমিশনারেটের বিশেষ তদন্তকারী দল ১ সেপ্টেম্বর সোমবার রাতে জলপাইগুড়ি পুলিশের সহযোগিতায় অভিযান চালিয়ে দু'জনকে আটক করে। এদিন রাত প্রায় ৯টা নাগাদ কুলটি থানার পুলিশ ধৃতদের নিয়ে জলপাইগুড়ি থেকে কুলটির উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, মঙ্গলবার ধৃতদের আসানসোল আদালতে পেশ করা হবে।

পুলিশের এক আধিকারিক জানান, এই ঘটনায় আর কে বা কারা জড়িত থাকতে পারে, তা জানার চেষ্টা চলছে। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে শুটআউটের নেপথ্যের চক্র উদ্ঘাটনের চেষ্টা করছে পুলিশ।

নস্যশেখ পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: গত ৩০ অগাস্ট শনিবার নস্যশেখ উন্নয়ন পরিষদ তাদের সপ্তম বর্ষ প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করল। এদিন দুপুর ১টা নাগাদ কোচবিহারের রবীন্দ্রভবনে পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে দিনব্যাপী কর্মসূচির সূচনা হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের কোচবিহার জেলা চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মন। সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়, এই প্রতিষ্ঠা দিবস শুধুমাত্র উদ্যাপনের জন্য নয়, বরং সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প নিয়ে একটি সচেতনতা শিবির আয়োজনের আগ্রহ প্রকাশ করা হয়েছে।

সাংগঠনিক সদস্যদের মতে, জনসাধারণকে সরকারি প্রকল্প সম্পর্কে অবহিত করাই এই শিবিরের মূল উদ্দেশ্য। পাশাপাশি ভবিষ্যতে আরও সমাজমুখী উদ্যোগ গ্রহণের পরিকল্পনার কথাও জানান তাঁরা।

জলদাপাড়ায় সাফল্য বন দপ্তরের

নিজস্ব প্রতিবেদন

আলিপুরদুয়ার: সম্প্রতি বন্যপ্রাণ চোরাচালান রুখতে ফের এক বড়সড় সাফল্য পেল জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান কর্তৃপক্ষ। বিশেষ অভিযান চালিয়ে হাতির দাঁত ও চিতাবাঘের দাঁতসহ এক দম্পতিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বন দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে, অভিযানে উদ্ধার হয়েছে তিন টুকরো হাতির দাঁত (ওজন আনুমানিক ২ কেজি), চিতাবাঘের চারটি দাঁত এবং একটি ছোট গাড়ি।

গ্রেপ্তার হওয়া দম্পতির নাম পরিমল দে ও দেবযানী দে। তাঁরা কোচবিহার জেলার কোতোয়ালি থানার ঝিনাইডাঙ্গা এলাকার বাসিন্দা। জানা গিয়েছে, ধৃত দেবযানী পেশায় একজন ফিজিওথেরাপিস্ট। বন দপ্তরের সূত্র অনুযায়ী, পরিমল দে আগেও অস্ত্র আইনে গ্রেপ্তার হয়েছিল।

বিশেষ সূত্রে খবর পেয়ে, জলদাপাড়া সংলগ্ন সোনাপুর এলাকায় অভিযান চালান বন দপ্তরের আধিকারিকেরা। সেখান থেকেই ওই দম্পতিকে পাকড়াও করা হয়। প্রাথমিক তদন্তে মনে করা হচ্ছে, পাচারের উদ্দেশ্যেই ওই দাঁতগুলি সংগ্রহ করা হয়েছিল। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে বন আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে এবং তদন্ত চলছে।

মাকে খুন, মামলায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ছেলের

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: নিজের মাকে খুন করে দেহ মাটিতে পুঁতে রাখার নৃশংস ঘটনায় অবশেষে সাজা ঘোষণা করল কোচবিহার জেলা আদালত। ৩ সেপ্টেম্বর বুধবার আদালতের রায়ে অভিযুক্ত ছেলে মিঠুন সরকারকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও জরিমানার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

অভিযোগ অনুযায়ী, গত ১৬ জুন নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নিজের মায়ের গলা টিপে খুন করে মিঠুন। প্রথমে বাড়ির মেঝেতে গর্ত খুঁড়ে লাশ পুঁতে রাখে সে। পরে আবার এলাকার একটি পাটক্ষেতে গর্ত খুঁড়ে লাশ সরিয়ে লোপাট করার চেষ্টা করে।

ঘটনার তদন্তে নেমে মিঠুনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। দীর্ঘ বিচার প্রক্রিয়া শেষে, বুধবার আদালত রায় ঘোষণা করে। বাদীপক্ষের আইনজীবী শিবেন্দ্রনাথ রায় জানান, আদালত ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারায় মিঠুন সরকারকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও ১০ হাজার টাকা জরিমানার আদেশ দিয়েছে। পাশাপাশি, সাক্ষ্যপ্রমাণ নষ্ট করার চেষ্টা করায় ২০১ ধারায় তাকে আরও পাঁচ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, উভয় সাজা একসঙ্গে কার্যকর হবে।

এই রায় ঘোষণার পর কোচবিহার শহরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। এলাকাবাসীর মতে, "এতটা নির্মম ঘটনার জন্য এমন কড়া শাস্তিই প্রয়োজন ছিল। আদালতের রায়ে ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।"

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে হাতির মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন

আলিপুরদুয়ার: আলিপুরদুয়ার জেলার কালচিনি ব্লকের বিজয়পুর এলাকায় আবারও প্রাণ হারাল এক পূর্ণবয়স্ক বন্য হাতি। ১ সেপ্টেম্বর সোমবার ভোরে সুপারি বাগানের চারপাশে টানা একটি বৈদ্যুতিক বেড়ায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় হাতিটির। বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, বাগানটিতে বন্যপ্রাণীর হাত থেকে ফসল রক্ষা করতে এক ব্যক্তি বেআইনিভাবে বৈদ্যুতিক তার দিয়ে বেড়া তৈরি করেছিলেন। প্রাথমিক তদন্তে নিশ্চিত হয়েছে, সেই বেড়াতেই জড়িয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছে হাতিটির।

খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছান বনকর্মীরা। মৃত হাতির দেহ উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় বনাঞ্চলে। বন দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে, বেআইনিভাবে বিদ্যুৎ সংযোগ দিয়ে বেড়া বসানোয় বাগান মালিকের বিরুদ্ধে বনআইনে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

ডুয়ার্সের বিভিন্ন এলাকায় চা, সুপারি ও অন্যান্য বাগানে এই ধরনের বৈদ্যুতিক বেড়া বসানোর ঘটনা নতুন নয়। বন্যপ্রাণ রক্ষা আইনের তোয়াক্কা না করে এমন বেড়ার ফলে প্রায়ই প্রাণ হারাচ্ছে হাতি ও অন্যান্য বন্যপ্রাণীরা।

স্থানীয়দের একাংশ জানিয়েছেন, মানুষ ও বন্যপ্রাণীর সংঘাত ক্রমেই বাড়ছে। ফসল রক্ষার জন্য নিরাপদ ও পরিবেশবান্ধব বিকল্প ব্যবস্থা না নিলে ভবিষ্যতে আরও বড় বিপদের আশঙ্কা করছেন তাঁরা।

ছাব্বিশের লক্ষ্যে ব্লক কমিটি ঘোষণা তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: অবশেষে অপেক্ষার অবসান। বিধানসভা নির্বাচনের দিকে নজর রেখে নতুন করে সাজিয়ে তোলা হল তৃণমূলের ব্লক সংগঠন। ২৬ অগাস্ট মঙ্গলবার অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের ফেসবুক পেজে নতুন কমিটির তালিকা প্রকাশ করা হয়। জেলা জুড়ে মোট ২২টি সাংগঠনিক ব্লকের মধ্যে ৫টিতে বড়সড় পরিবর্তন আনা হয়েছে। পুরনো নেতৃত্বকে সরিয়ে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে নতুনদের।

নতুনভাবে গঠিত ব্লকগুলি হল— তুফানগঞ্জ টাউন, তুফানগঞ্জ ২ নম্বর ব্লক, মেখলিগঞ্জ টাউন এবং হলদিবাড়ির দুটি ব্লক। কোচবিহার ২ নম্বর ব্লকের সভাপতি পদ এখনও ঘোষণা করা হয়নি। দলীয় সূত্রে খবর, সেই পদে কে আসবেন তা পরে জানানো হবে। বর্তমানে ওই দায়িত্বে রয়েছেন সজল সরকার।

বাকি ১৬টি ব্লকে পুরনো নেতৃত্বের উপরেই আস্থা রেখেছে দল। শুধু ব্লক কমিটি নয়, তৃণমূল যুব কংগ্রেস, মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস এবং আইএনটিটিইউসি-র ব্লক স্তরের সভাপতিদের নামও নতুন করে ঘোষণা করা হয়েছে।

নতুন নেতৃত্বদের উদ্দেশ্যে জেলা তৃণমূল সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক ফেসবুক পোস্টে বার্তা দিয়ে বলেন, "বাংলা বিদ্বেষীদের বিরুদ্ধে সর্বত্র গর্জে উঠুন।" একই সঙ্গে দলের কর্মীদের উদ্দেশ্যে আহ্বান, কোচবিহারের সবকটি (৯টি) বিধানসভা আসনে তৃণমূলের জয় নিশ্চিত করতে একযোগে লড়াইয়ে নামতে হবে। তিনি আরও বলেন, "নতুন নেতৃত্বদের পাশে নিয়ে সংগঠনকে আরও মজবুত করতে হবে। মানুষের স্বার্থে কাজ করাই হবে প্রধান অগ্রাধিকার।"

এই রদবদলের মাধ্যমে ২০২৬-এর নির্বাচনের আগে সংগঠনে প্রাণসঞ্চার করতে চায় তৃণমূল।

সিতাইয়ের পুজোর থিম, ‘চাঁদের দেশে’

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: দুর্গাপুজোর ঢাকে কাঠি পড়তেই রাজ্যের নানা প্রান্তে শুরু হয়েছে প্রস্তুতির জোয়ার। তারই মধ্যেই কোচবিহারের সিতাই পঞ্চানন সংঘ দুর্গাপুজোয় এবার দর্শকদের জন্য আনছে এক অভিনব থিম—‘চাঁদের দেশে’।

মণ্ডপ তৈরির কাজ চলছে পুরোদমে। কুমোরটুলিতেও চলছে প্রতিমা গড়ার তোড়জোড়। থিমের মাধ্যমে দর্শকদের চাঁদের রহস্যময় জগতে নিয়ে যেতে চায় ক্লাব কর্তৃপক্ষ।

ক্লাবের সভাপতি বিশু রায় প্রামাণিক জানান, “আমাদের এবারের থিমে দর্শক যেমন বিনোদন পাবেন, তেমনই শিক্ষণীয় কিছু দিকও তুলে ধরা হবে। চাঁদের মাটি দেখতে কেমন, মহাকাশচারীরা কীভাবে চাঁদে পৌঁছান, মহাকাশ গবেষণার ইতিহাস—সবই আমাদের মণ্ডপের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হবে।”

এই থিমের মাধ্যমে একদিকে যেমন শিশু ও কিশোর প্রজন্মের মধ্যে বিজ্ঞানমনস্ক চিন্তাভাবনার বিকাশ ঘটবে, তেমনই সাধারণ দর্শকরাও নতুন কিছু জানতে পারবেন। থাকছে চাঁদের পৃষ্ঠের আদলে তৈরি বিশেষ ডেকরেশন, স্পেস স্যুট পরিহিত মডেল, মুন রোভার, এবং চন্দ্রযানের ইতিহাস তুলে ধরা এক গ্যালারি।

সিতাই পঞ্চানন সংঘের এই উদ্যোগ ইতিমধ্যেই এলাকায় সাড়া ফেলেছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের পাশাপাশি জেলার নানা প্রান্ত থেকেও দর্শক টানার আশা করছেন আয়োজকরা।

দুর্যোগ মোকাবিলায় ‘মকড্রিল’

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়ানোর লক্ষ্যেই নিয়মিত আয়োজন করা হয় সিভিল ডিফেন্সের মকড্রিল কর্মসূচি। সেই ধারাবাহিকতায় ২৮ অগাস্ট বৃহস্পতিবার কোচবিহার শহরের সাগরদীঘি সংলগ্ন লেন্স ডাউন হলের মাঠে আয়োজন করা হল এক মহড়া।

এই মকড্রিলের আয়োজন করে জেলা সিভিল ডিফেন্স বিভাগ। কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য ছিল দুর্যোগের সময় তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ নেওয়ার দক্ষতা বাড়ানো এবং সিভিল ডিফেন্স কর্মীদের শারীরিক ও মানসিকভাবে প্রস্তুত রাখা। এদিনের মহড়ায় বাস্তবিক দুর্যোগ পরিস্থিতির অনুকরণে উদ্ধারকাজ ও ত্রাণবন্টনের অনুশীলন করেন সিভিল ডিফেন্সের প্রশিক্ষিত কর্মীরা।

কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর আধিকারিকরা। এদিনের মকড্রিল দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

দুর্গাপুজো ঘিরে প্রশাসনিক বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদন

জলপাইগুড়ি: আসন্ন দুর্গাপুজোকে সামনে রেখে জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জে প্রশাসনের তরফে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকের আয়োজন করা হয়। ৩০ অগাস্ট শনিবার রাজগঞ্জ বিডিও অফিসের ঠাকুর পঞ্চানন বর্মা কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ব্লক প্রশাসনের আধিকারিক, পুলিশ, দমকল, বিদ্যুৎ দপ্তর সহ একাধিক সরকারি দপ্তরের প্রতিনিধিরা। পাশাপাশি, রাজগঞ্জ এলাকার বিভিন্ন পূজা কমিটির সদস্যরাও এই বৈঠকে অংশ নেন।

এই বৈঠকে রাজগঞ্জের জয়েন্ট বিডিও সৌরভ মণ্ডল জানান, রাজ্য সরকার পুজোর অনুমতির জন্য ‘আসান’ নামক একটি অনলাইন পোর্টাল চালু করেছে। পুজোর অনুমতির আবেদন এবার থেকে শুধুমাত্র ওই পোর্টালের মাধ্যমেই গ্রহণ করা হবে। তিনি বলেন, “১ সেপ্টেম্বর থেকে ১০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ক্লাবগুলিকে অনলাইনে আবেদন করতে হবে।”

জয়েন্ট বিডিও আরও স্পষ্ট করে জানান, “এ বছর নতুন কোনও ক্লাবকে দুর্গাপুজোর অনুমতি দেওয়া হবে না। শুধুমাত্র যেসব ক্লাব গত বছর অনুমতি পেয়েছিল, তারাই এবছর আবেদন করতে পারবে।”

প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, পুজোর সময় যাতে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে ও উৎসব শান্তিপূর্ণভাবে উদযাপিত হয়, সে জন্য সব দপ্তরের মধ্যে সমন্বয় রেখে নজরদারি চালানো হবে।

এছাড়াও আলোচনায় উঠে আসে বিদ্যুৎ সরবরাহ, অগ্নিনির্বাপন ব্যবস্থা, পুলিশি টহল সহ জনসুরক্ষা সংক্রান্ত নানা দিক। প্রশাসনের তরফে ক্লাবগুলিকে সবরকম সহযোগিতার আশ্বাসও দেওয়া হয়।

চোলাই মদের বিরুদ্ধে পুলিশি অভিযান

নিজস্ব প্রতিবেদন

জলপাইগুড়ি: চোলাই মদের বিরুদ্ধে ফের কড়া পদক্ষেপ নিল বেলাকোবা ফাঁড়ির পুলিশ। গোপন সূত্রে প্রাপ্ত খবরের ভিত্তিতে ২৮ অগাস্ট বৃহস্পতিবার অভিযান চালানো হয় রাজগঞ্জ ব্লকের শিকারপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মালিভিটা এলাকায়। এই অভিযানের নেতৃত্ব দেন বেলাকোবা ফাঁড়ির ওসি অরিজিৎ কুন্ডু।

অভিযানে প্রায় ২,১০০ লিটার ফারমেন্টেড ওয়াশ ধ্বংস করা হয়। উদ্ধার হয় ১১০ লিটার চোলাই মদ ভর্তি ৬টি প্লাস্টিকের জার, ১১৩টি ইস্টের প্যাকেট, ৯৬ কেজি গুড় ভর্তি ২৪টি পলিথিন ব্যাগ, ৮টি অ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়ি ও ৪টি অ্যালুমিনিয়ামের ফানেল। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে পলাতক মূল অভিযুক্ত। তবে ঘটনার পর অবৈধ চোলাই মদ উৎপাদন ও সংরক্ষণের অভিযোগে মামলা রুজু করেছে পুলিশ।

সাত দফা দাবি ঘিরে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: গত ২৮ অগাস্ট বৃহস্পতিবার সাত দফা দাবিকে সামনে রেখে কোচবিহারে বিক্ষোভ দেখাল বিড়ি শ্রমিক ইউনিয়ন। শহরের সাগরদিঘী সংলগ্ন এলাকায় শতাধিক শ্রমিকের জমায়েত হয় এবং সেখান থেকে মিছিল করে কোচবিহার উপ-শ্রম মহাধিক্ষকের দপ্তরে স্মারকলিপি জমা দেন তাঁরা। কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ইউনিয়নের কোচবিহার জেলা নেতৃত্ব।

ইউনিয়নের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দুর্গাপূজার অন্তত ১৫ দিন আগে সরকার নির্ধারিত বোনাস ও অনুদান প্রদান করতে হবে প্রতিটি বিড়ি শ্রমিককে। পাশাপাশি, সপ্তাহে ছয় দিন কাজ নিশ্চিত করা ও বর্তমান বাজারদরের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির দাবি জানান তাঁরা।

অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিকদের পেনশন ভাতা বৃদ্ধি, বিড়ি শ্রমিকদের জন্য নির্মিত হাসপাতাল ও ডিসপেনসারিতে পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসা পরিষেবা চালু রাখা, সরকারি ওয়েলফেয়ার প্রকল্প সচল রাখা এবং দ্রুত ডিজিটাল পরিচয়পত্র প্রদান করার দাবিও তোলা হয়েছে। এছাড়াও, শ্রমিকদের গৃহ নির্মাণে আর্থিক সহায়তা দ্রুত পৌঁছে দেওয়ার জন্য সরকারের কাছে আর্জি জানানো হয়।

ইউনিয়নের নেতৃত্ব হুঁশিয়ারি দিয়ে জানান, যদি দাবি পূরণে প্রশাসন দ্রুত পদক্ষেপ না নেয়, তাহলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবেন তাঁরা।

রেলপথে স্বচ্ছতা অভিযান

নিজস্ব প্রতিবেদন

মালদা: স্বচ্ছতা অভিযানের অংশ হিসেবে মালদা শহর সংলগ্ন প্রায় ৫০০ মিটার রেললাইন পরিষ্কার করল রেল ডিভিশন ও ইংরেজবাজার পৌরসভা। ৩০ অগাস্ট শনিবার শুরু হওয়া এই যৌথ অভিযানে রথবাড়ি থেকে মালদা স্টেশন পর্যন্ত রেললাইনের ধারে পড়ে থাকা আবর্জনা ও ঝোপঝাড় সাফাই করা হয়।

দীর্ঘদিন ধরেই রেললাইনের ধারে বসবাসকারী বহু মানুষ প্রতিদিনের আবর্জনা ট্র্যাকের উপরে ফেলছিলেন। এর ফলে সৃষ্টি হচ্ছিল নোংরা পরিবেশ, একইসঙ্গে ব্যাহত হচ্ছিল ট্রেন চলাচল এবং যাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্য। এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় রেল ও পৌরসভার পক্ষ থেকে নেওয়া হয় সক্রিয় পদক্ষেপ।

অভিযানের সময় উপস্থিত ছিলেন ইংরেজবাজার পৌরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী, রেলের আধিকারিক প্রদীপ দাস সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। চেয়ারম্যান চৌধুরী বলেন, “শহর ও রাজ্যকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে রেল ও পৌরসভা একযোগে এই উদ্যোগ নিয়েছে। রেললাইনের পাশে বসবাসকারী মানুষদের সচেতন করা হচ্ছে, যাতে তারা আর ট্র্যাকে আবর্জনা না ফেলেন।”

রেল আধিকারিক প্রদীপ দাস জানান, “প্রায় ৫০০ মিটার রেললাইন এই অভিযানের মাধ্যমে আবর্জনামুক্ত করা হয়েছে। নিয়মিত এই ধরনের অভিযান চালালে মালদা শহরের রেলপথ পরিচ্ছন্ন রাখা সম্ভব হবে।”

একাধিক দাবিতে স্মারকলিপি, শিক্ষক সমিতির

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: একাধিক দাবিকে সামনে রেখে কোচবিহার জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের কাছে স্মারকলিপি পেশ করল বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি। ২৬ অগাস্ট মঙ্গলবার জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদে এই স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়।

সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে প্রাথমিক শিক্ষকদের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দাবি উপেক্ষিত হয়ে আসছে। সেই দাবিগুলির দ্রুত বাস্তবায়নের দাবিতে প্রশাসনের কাছে এই স্মারকলিপি পেশ করা হয়েছে।

সমিতির এক প্রতিনিধি জানান, বর্তমান শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠছে। তাঁর কথায়, “শ্রেণিভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগ চালু হলে শিক্ষার্থীদের আরও মানসম্মত শিক্ষা দেওয়া সম্ভব হবে।”

তাঁরা আরও দাবি জানান, শিক্ষক ও কর্মচারীদের বেতন কাঠামোতে সুনির্দিষ্ট সমন্বয় আনা হোক। অতিরিক্ত দায়িত্ব পালনের জন্য উপযুক্ত ভাতা দেওয়া, প্রশিক্ষণ ও পেশাগত উন্নয়নমূলক কর্মসূচির প্রসার এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষক-কর্মচারীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা হোক।

অভিযান আয়কর দপ্তরের

নিজস্ব প্রতিবেদন

মালদা: গত ২৯ অগাস্ট শুক্রবার সকালে মালদা জেলার গাজল ব্লকের পান্ডুয়া এলাকায় অবস্থিত একটি কারখানায় হানা দিল আয়কর দপ্তর। গোপন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে, দীর্ঘদিন ধরে আয়কর ফাঁকি ও আর্থিক লেনদেন নিয়ে একাধিক অনিয়মের সূত্র হাতে পেয়েই এই অভিযান চালানো হয়েছে বলে সূত্রের খবর।

আয়কর দপ্তরের একাধিক আধিকারিক এদিন কারখানার বিভিন্ন বিভাগ ঘুরে ঘুরে তল্লাশি চালান। খতিয়ে দেখা হয় গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র, হিসাবের খাতা ও কম্পিউটার। প্রাথমিকভাবে আধিকারিকদের দাবি, বেশ কিছু আর্থিক অনিয়মের প্রমাণ তারা পেয়েছেন। যদিও সরকারিভাবে আয়কর দপ্তরের তরফে এখনও পর্যন্ত কোনও বিবৃতি দেওয়া হয়নি।

ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অনেকে জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন ধরেই এই কারখানার মালিকদের বিরুদ্ধে আর্থিক দুর্নীতি ও বেআইনি লেনদেনের অভিযোগ শোনা যাচ্ছিল।

তবে অভিযানে কাউকে আটক করা হয়নি বলে খবর। তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত কারখানায় নজরদারি বজায় থাকবে বলে জানা গিয়েছে। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রশাসনের তরফেও কারখানার আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত অতীত রেকর্ড খতিয়ে দেখা হতে পারে বলে ইঙ্গিত মিলেছে।

যোগাসনে সেরা মোনালি

নিজস্ব প্রতিবেদন

শিলিগুড়ি: দার্জিলিং জেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম উত্তরবঙ্গ মহিলা যোগাসন প্রতিযোগিতায় নজরকাড়া সাফল্য অর্জন করেছে নেতাজি গার্লস হাইস্কুলের মোনালি পাল। ১৬৪ পয়েন্ট পেয়ে তিনি হয়েছেন সেরাদের সেরা। বিভিন্ন বয়স বিভাগে প্রথম তিনে স্থান পাওয়া প্রতিযোগীরা হলেন, জয়িতা মজুমদার, ঊর্মি ঘোষ,সুদেষ্ণা রায় (২০ বছরের বেশি), দিয়া মজুমদার, জয়িতা দাস, মেরি জিতা এক্কা (১৬ থেকে ২০ বছর), মোনালি, অভিশী ঠাকুর ও রিমঝিম পাল (১২ থেকে ১৬ বছর), অ্যাঞ্জেল বর্মন, মৌ মন্ডল ও আর্নিকা পাল (৮ থেকে ১২ বছর), একতা পাল, নীহারিকা রায় ও সৃষ্টি রায় (অনূর্ধ্ব- ৮)। শিলিগুড়ি গার্লস হাইস্কুলে অনুষ্ঠিত এই প্রতিযোগিতায় সবচেয়ে কনিষ্ঠ প্রতিযোগীর বয়স ছিল ৫ বছর এবং প্রবীণতম প্রতিযোগীর বয়স ছিল ৭৭ বছর।

বোস্টন ম্যারাথনে সুযোগ পেলেন দীপঙ্কর

নিজস্ব প্রতিবেদন

শামুকতলা: আন্তর্জাতিক ক্রীড়ামঞ্চে এক ঐতিহাসিক সাফল্য অর্জন করলেন আলিপুরদুয়ার জেলার শামুকতলার মহাকালগুড়ি মিশন হাইস্কুলের অঙ্কের শিক্ষক দীপঙ্কর নাথ রায়। বিশ্বের অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ প্রতিযোগিতা বোস্টন ম্যারাথনে অংশগ্রহণে সুযোগ পেলেন তিনি।

৪২.১৯৫ কিলোমিটার দীর্ঘ এই দৌড় প্রতিযোগিতায় বোস্টনের মঞ্চে নাম লেখাতে হলে সময়সীমা পেরোনো চলবে না ৩ ঘণ্টা ১৫ মিনিটের বেশি। দীপঙ্কর মাত্র ৩ ঘণ্টা ১২ মিনিটে সেই দুরূহ পথ অতিক্রম করে যোগ্যতা অর্জন করেছেন। অলিম্পিক ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার উদ্যোগে কাশ্মীরে আয়োজিত ম্যারাথনে অংশ নিয়েই এই বিরল কৃতিত্ব অর্জন করেন তিনি।

দীপঙ্করের এই সাফল্যে পরিবার তো বটেই, স্থানীয় মানুষও আপ্লুত। শিক্ষকতার পাশাপাশি দীর্ঘদিন ধরেই দীপঙ্করের জীবনে অন্যতম প্রধান স্থান দখল করে রয়েছে দৌড়। ঝড়, বৃষ্টি, রোদ -কোনও কিছুই থামাতে পারেনি তাঁর প্রতিদিন ২০ কিলোমিটার দৌড়নোর অভ্যাসকে।

দেশের নানা প্রান্তে আয়োজিত ম্যারাথন প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছেন তিনি। গুয়াহাটি ম্যারাথনে প্রথম স্থান, দিল্লি, হায়দরাবাদ, বেঙ্গালুরু, সিমলার মতো শহরেও নিজের দৌড় প্রতিভার সাক্ষর রেখে এসেছেন। তবে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে খেলতে গেলে বিপুল অর্থের প্রয়োজন। সেই দুশ্চিন্তাই এখন দীপঙ্করের সবচেয়ে বড় বাধা। এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানান, "প্রতিবছর দৌড়ের পিছনে প্রায় তিন থেকে চার লক্ষ টাকা খরচ হয়। বোস্টন তো বটেই, ভবিষ্যতে লন্ডন ম্যারাথনেও অংশ নিতে চাই। তাই এখন স্পনসরের বিশেষ প্রয়োজন।"

উল্লেখ্য, বোস্টন ম্যারাথন প্রতিবছর এপ্রিলের তৃতীয় সোমবার, অর্থাৎ প্যাট্রিওট ডে-তে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস অঙ্গরাজ্যের আটটি শহর জুড়ে আয়োজিত হয়। সেই ঐতিহ্যবাহী আন্তর্জাতিক আসরে এবার শামুকতলার এক অঙ্কের শিক্ষকের নাম যুক্ত হওয়া নিঃসন্দেহে বাংলার তথা দেশের জন্য গর্বের বিষয়।

জিতল কচুগাঁও

নিজস্ব প্রতিবেদন

কামাখ্যাগুড়ি: গত ৩ সেপ্টেম্বর বুধবার খোয়ারডাঙ্গা শালবাড়ি বিলোগ ক্লাব আয়োজিত ফ্রেন্ডশিপ ফুটবলের নকআউট পর্বে অসমের বারদই শিকলা কচুগাঁও ২-১ ব্যবধানে নেপালকে পরাজিত করে। কচুগাঁওয়ের হয়ে গোল করেন আবিদিয়া মৈতে, যিনি ম্যাচের সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হন।

হ্যান্ডবলে রাজ্যসেরা জলপাইগুড়ি

নিজস্ব প্রতিবেদন

বেলাকোবা: পুরুলিয়ায় রাজ্য স্কুল গেমসের হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতায় অনূর্ধ্ব-১৭ ছেলেদের বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে জলপাইগুড়ি। ফাইনালে তারা ১৩-১২ গোলের ব্যবধানে পরাজিত করেছে আলিপুরদুয়ারকে। বিজয়ী দলকে সংবর্ধনা জানান জেলা বিদ্যালয় ক্রীড়া সংসদের প্রতিনিধিরা, উপস্থিত ছিলেন মাম্পি বিশ্বাস, শ্যামল নার্জিনারি সহ অন্যান্যরা।

অন্যদিকে, অনূর্ধ্ব-১৯ ছেলেদের বিভাগে রানার্স হয়েছে জলপাইগুড়ি। তারা ১১-১৩ গোলে হেরে যায় উত্তর ২৪ পরগনার কাছে। জলপাইগুড়ির এই দলে মান্তাদারি হাইস্কুলের পাঁচজন খেলোয়াড় অংশ নিয়েছিল।

সাফ মহিলা ফুটবলে বিজয়ী প্রীতিকা

নিজস্ব প্রতিবেদন

রায়গঞ্জ: গত ১ সেপ্টেম্বর সোমবার ভুটানে অনুষ্ঠিত অনূর্ধ্ব-১৭ সাফ মহিলা ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপে চ্যাম্পিয়ন হয়ে ভারতের জাতীয় দলের সঙ্গে দেশে ফিরেছেন রায়গঞ্জের প্রীতিকা বর্মন। নয়াদিল্লির ইন্দিরা গান্ধি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ভারতীয় দলকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের সহসচিব এম সত্যনারায়ণ।

এই টুর্নামেন্টে ভারত ৬টি ম্যাচের মধ্যে ৫টিতে জয় পেয়ে সেরা দল হিসেবে ট্রফি ঘরে তোলে। এই সাফল্যের অন্যতম অংশীদার হাতিয়া উচ্চবিদ্যালয়ের ছাত্রী প্রীতিকা।

দেশে ফিরে উচ্ছ্বসিত প্রীতিকা বলেন, "দেশের হয়ে খেলতে পেরে গর্বিত। ট্রফি জিতে খুব ভালো লাগছে। এখন লক্ষ্য আগামী অক্টোবরে বেঙ্গালুরুতে এএফসি অনূর্ধ্ব-১৭ মহিলা এশিয়ান কাপের কোয়ালিফায়ার ম্যাচ। সেই প্রতিযোগিতার জন্য এখন থেকেই প্রস্তুতি শুরু করব।"

জাতীয় ক্রীড়া দিবস পালন

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: হকির জাদুকর ধ্যানচাঁদের জন্মদিন উপলক্ষ্যে ২৯ অগাস্ট শুক্রবার কোচবিহারে পালিত হল জাতীয় ক্রীড়া দিবস। এই বিশেষ দিনটি পালন করতে জেলা ক্রীড়া সংস্থার উদ্যোগে কোচবিহার রাজবাড়ী সংলগ্ন নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে আয়োজিত হয় এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ক্ষেত্রের কৃতী ক্রীড়াবিদদের সম্মাননা প্রদান করা হয়। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার জেলা পরিষদের অতিরিক্ত জেলা শাসক সৌমেন দত্ত। তাঁর হাতেই ক্রীড়াবিদদের সম্মাননা তুলে দেওয়া হয়। জেলা ক্রীড়া সংস্থার সম্পাদক সুব্রত দত্ত জানান, "প্রতিবছরের মতো এবছরও আমরা ধ্যানচাঁদের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে জাতীয় ক্রীড়া দিবস পালন করছি। আগামী দিনে কোচবিহারের ক্রীড়াক্ষেত্রে আরও উন্নয়নের জন্য নানা উদ্যোগ নেওয়া হবে।"

চ্যাম্পিয়ন পাথরঘাটা

নিজস্ব প্রতিবেদন

ফাঁসিদেওয়া: পাথরঘাটা একাদশ জয় করল বড়পথু মিলন সংঘের উপেন দাস ও মহরম ওরাওঁ ট্রফি ১৬ দলীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা। ৩১ অগাস্ট রবিবার ফাইনালে তারা ১-০ গোলে হারিয়েছে আয়োজক দল বড়পথু মিলন সংঘকে। জয়সূচক গোলটি করেন পাথরঘাটার পোকবা। পুরো প্রতিযোগিতায় দুর্দান্ত খেলে ফাইনাল ও টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হন পাথরঘাটার ম্যাক্সওয়েল।

সেরা গোলকিপার হন পাথরঘাটার অপূর্ব বিশ্বাস, আর সেরা ডিফেন্ডারের পুরস্কার পান মিলন সংঘের বিকাশ রায়। সেরা উদীয়মান খেলোয়াড় হিসেবে পুরস্কৃত হন মিলনের বাপি সরকার। চ্যাম্পিয়ন দলকে ট্রফি সহ দেড় লক্ষ টাকার নগদ পুরস্কার দেওয়া হয়। রানার্স আপ দল পেয়েছে ট্রফি ও এক লক্ষ টাকা। পুরস্কার বিতরণ করেন ফাঁসিদেওয়া পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ জয়ন্ত ঢালি, আয়োজক কমিটির চেয়ারপার্সন সুজয় দাস সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

জয়ী সুভাষ

নিজস্ব প্রতিবেদন

বাগডোগরা: জেমস স্পোর্টিং ইউনিয়নের ক্যারাম প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন সুভাষ সাহা। ৩১ অগাস্ট রবিবার তিনি ফাইনালে বিশাল মল্লিককে ৩১-১৭ পয়েন্টে পরাজিত করেন। ডাবলস বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হন বিশাল মল্লিক ও সোনু সাহানি জুটি। তাঁরা সাহিল মল্লিক ও আনন্দ মল্লিকের বিরুদ্ধে ১৭ পয়েন্টে জয় পান।

রাজ্য স্কুল কাবাডি দলে ৩ পড়ুয়া

নিজস্ব প্রতিবেদন

বেলাকোবা: জাতীয় স্কুল গেমসে কাবাডির অনূর্ধ্ব-১৪ বিভাগে রাজ্য স্কুল দলে জায়গা করে নিয়েছেন জলপাইগুড়ি জেলার তিন কৃতী কিশোরী। তারা হলেন—বেরুবাড়ি তপশিলি হাইস্কুলের সায়ন্তনী রায়, গাধেয়ারখুঁটি হাইস্কুলের সুচিত্রা পাটোয়ারি এবং ডাউকিমারি ডিএন হাইস্কুলের বাবলি খাতুন। রাজ্য দলের অংশ হতে পারায় তাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন জেলা বিদ্যালয় ক্রীড়া পর্ষদের সচিব নীলেন্দু রায়।

জিত রাজগঞ্জের

নিজস্ব প্রতিবেদন

জলপাইগুড়ি: গত ১ সেপ্টেম্বর সোমবার টাউন ক্লাবের অনূর্ধ্ব-১৭ অশোকপ্রসাদ রায় ট্রফি ফুটবল টুর্নামেন্টে রাজগঞ্জ ওয়েলফেয়ার ফুটবল অ্যাকাডেমি ৩-১ গোলে ইয়েলমো এফসি-কে পরাজিত করেছে। বিজয়ী দলের হয়ে গোল করেন কমল রায়, রাহর রহমান এবং ম্যাচের সেরা খেলোয়াড় আমিন হোসেন। ইয়েলমো এফসি-র পক্ষে একমাত্র গোলটি করেন সানি মুন্ডা।

অ্যাব্রিল পেপার টেক লিমিটেডের

১৩.৪২ কোটি টাকা সংগ্রহের পরিকল্পনা

কলকাতা: সাবলিমেশন হিট ট্রান্সফার পেপারের একটি শীর্ষস্থানীয় প্রস্তুতকারক এবং সরবরাহকারী, অ্যাব্রিল পেপার টেক লিমিটেড, বোম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের এসএমই প্ল্যাটফর্মে তার এসএমই পাবলিক ইস্যু থেকে ১৩.৪২ কোটি টাকা পর্যন্ত তহবিল সংগ্রহের পরিকল্পনা করছে। ইস্যুটি ২৯ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে সাবস্ক্রিপশনের জন্য খোলা হবে এবং ২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে বন্ধ হবে।

কোম্পানিটি ৩০, ৬৫, ৭৫ এবং ৯০ জিএসএম সহ একাধিক জিএসএম স্পেসিফিকেশনের সাবলিমেশন হিট ট্রান্সফার পেপারে বিশেষজ্ঞ, যা মুদ্রণ, পোশাক, টেক্সটাইল, হোসিয়ারি, পর্দা এবং আসবাবপত্র শিল্পে বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশনের জন্য উপযুক্ত।

অ্যাব্রিল পেপার টেক লিমিটেডের নন এক্সিকিউটিভ পরিচালক প্রিন্স লাঠিয়া বলেন, “এই আইপিও আমাদের প্রবৃদ্ধির যাত্রায় একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। আমরা সাবলিমেশন এবং হিট ট্রান্সফার পেপার শিল্পে একটি শক্তিশালী ভিত্তি তৈরি করেছি এবং নতুন তহবিল আমাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি, প্রযুক্তি আপগ্রেড এবং বাজারে আমাদের উপস্থিতি শক্তিশালী করতে সক্ষম করবে।”

এই ইস্যুটির লক্ষ্য বিভিন্ন উদ্দেশ্যে তহবিল সংগ্রহ করা, যার মধ্যে রয়েছে দুটি সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় সাবলিমেশন পেপার লেপ এবং স্লিটিং মেশিনের জন্য ৫.৪০ কোটি টাকা, কার্যকরী মূলধনের জন্য ৫.০০ কোটি টাকা, সাধারণ কর্পোরেট উদ্দেশ্যে ২.০১ কোটি টাকা এবং আইপিও ব্যয়ের জন্য ১.০১ কোটি টাকা।

কোম্পানিটি ১৩.৪২ কোটি টাকার প্রাথমিক গণপ্রস্তাব চালু করছে, যার মধ্যে রয়েছে ২২,০০,০০০ শেয়ার। মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ৬১ টাকা প্রতি ইকুইটি শেয়ার। ১,১২,০০০ শেয়ার বাজার নির্মাতাদের জন্য সংরক্ষিত, আর ২০,৮৮,০০০ শেয়ার পাবলিক প্রস্তাবের জন্য। লটের আকার ২০০০, ৪০০০ এবং ৬০০০, খুচরা বিনিয়োগকারীরা ২,৪৪,০০০ টাকা বিনিয়োগ করবেন। এইচএনআই বিনিয়োগকারীদের ৩,৬৬,০০০ টাকা বিনিয়োগ করতে হবে। ইস্যু-পরবর্তী শেয়ারহোল্ডিং ৭৯,৮১,৮৪০ শেয়ার হবে।

ফ্লিপকার্ট উৎসবের মরশুমে নিয়ে এল দু লক্ষের বেশি চাকরির সুযোগ

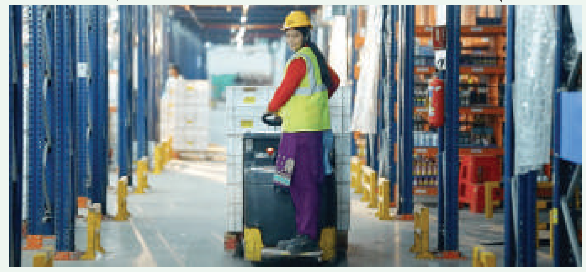

দুর্গাপুর: ভারতের স্বদেশী ই-কমার্স মার্কেটপ্লেস ফ্লিপকার্ট তার সাপ্লাই চেইন, লজিস্টিকস এবং লাস্ট-মাইল ডেলিভারিকে আরও উন্নত করতে দু লক্ষেরও বেশি কর্মী নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এতে উৎসবের মরশুমের আগে ২.২ লক্ষ নতুন কাজের সুযোগ তৈরি হবে। সংস্থাটি অন্তর্ভুক্তিমূলক নিয়োগের উপরও মনোনিবেশ করছে, যেখানে মহিলা কর্মী নিয়োগ ১০% বৃদ্ধি করা হয়েছে। এবং বিশেষ ভাবে সক্ষম ব্যক্তি (PwD) এবং তৃতীয় লিঙ্গের (LGBTQIA+) ব্যক্তিদের জন্য অতিরিক্ত সুযোগ থাকছে। ফ্লিপকার্ট-এর লজিস্টিক নেটওয়ার্ক টায়ার টু এবং থ্রি শহরে ৬৫০টি নতুন ফেস্টিভ-ওনলি ডেলিভারি হাব সহ সমস্ত পরিষেবাযোগ্য পিনকোড কভার করার চেষ্টা চালাচ্ছে। সাপ্লাই চেইন অপারেশন একাডেমি (SCOA) ইতিমধ্যে হাজার হাজার প্রার্থীকে প্রশিক্ষণ দিয়েছে। ফ্লিপকার্ট-এর সিএইচআরও সীমা নায়ার, একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক কর্মী বাহিনী গড়ে তুলতে সম্প্রদায় এবং অংশীদারদের যথেষ্ট মূল্য দেওয়ার কথা বলেছেন।

মণিপাল হাসপাতালের সফল সার্জারি

পূর্ব মেদিনীপুর: মণিপাল হাসপাতাল ইএম বাইপাস এবং মুকুন্দপুর ক্লাস্টারের গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজির পরিচালক ডাঃ প্রদীপ্ত কুমার শেঠি পূর্ব মেদিনীপুরের এক ৭ বছর বয়সী শিশুকে বিরল এবং প্রাণঘাতী অগ্ন্যাশয়ের আঘাত থেকে রক্ষা করেছেন। একটি বইয়ের র‍্যাক শিশুটির উপর পড়ে গেলে সে গুরুতর আহত হয়, যার ফলে অগ্ন্যাশয়ের নালী সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয়। ডাঃ শেঠি ডক্টাল স্টেন্টিং সহ একটি জটিল ইআরসিপি পদ্ধতি সম্পাদন করেন, যা একটি ন্যূনতম আক্রমণাত্মক কৌশল এবং বিচ্ছিন্ন অগ্ন্যাশয়ের নালীকে জুড়ে দেয়। এক মাস নিবিড় পরিচর্যায় থাকার পর শিশুটি সুস্থ হয়ে ওঠে এবং স্থিতিশীল অবস্থায় তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। এই সফল সার্জারি মণিপাল হাসপাতালের কলকাতায় উপলব্ধ দক্ষতা এবং উন্নত সুযোগ-সুবিধার কথা তুলে ধরে।

‘রিচ’-এর ‘হসপিটালিটি হরাইজন’ অ্যাওয়ার্ডস শো

কলকাতা: মুম্বাই শহরের আন্ধেরি পূর্বে অবস্থিত নভোটেল বিমানবন্দরে আয়োজিত হল ‘রিচ প্রেজেন্টস হসপিটালিটি হরাইজন বেকারি, প্যাটিসেরি এবং চকোলেট অ্যাওয়ার্ডস ২০২৫’-এর এক ঝলমলে ও স্মরণীয় সন্ধ্যা। এই জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানটি উপস্থাপন করেছিল ‘রিচ প্রোডাক্টস’ এবং হসপিটালিটির আয়োজক ছিল ‘হরাইজন ম্যাগাজিন’।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে, রিচ প্রোডাক্টস ইন্ডিয়া, মেনা এবং তুরস্কের ব্যবস্থাপনা পরিচালক শ্রী পঙ্কজ চতুর্বেদী বলেন, “রিচ’স-এ, আমরা সবসময় বিশ্বমানের উপাদান ও সমাধানের মধ্য দিয়ে বেকারি এবং প্যাটিসেরি সম্প্রদায়কে শক্তিশালী করে তুলতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই পুরস্কারগুলি সেই অবিশ্বাস্য প্রতিভা, সৃজনশীলতা এবং আবেগকে সম্মান জানায়, যাঁরা ভারতের বেকিং শিল্পকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আমরা তাঁদের সম্মান জানাতে পেরে গর্বিত।”

এই অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শেফ অজয় চোপড়া, রাখি ভাসওয়ানি, সঞ্জনা প্যাটেল, শেফ বিনেশ জনি, রোহিত সাংওয়ান, তেজস্বী চান্দেলা, জেবা কোহলি প্রমুখ।

সন্ধ্যার অন্যতম আকর্ষণ ছিল ভারতের শীর্ষ ১০টি চেইন বেকারি এবং শীর্ষ ১০টি স্ট্যান্ডঅ্যালোন বেকারিকে সম্মাননা প্রদান। এই বিশেষ বিভাগে সেইসব ব্র্যান্ড এবং উদ্যোক্তাদের সম্মান জানানো হয়, যাঁরা গুণমান, উদ্ভাবন এবং গ্রাহক অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে নতুন মানদণ্ড স্থাপন করেছেন। বিজয়ীদের তালিকার মধ্যে রয়েছে, ১) রিবনস অ্যান্ড বেলুনস, হ্যাঙ্গআউট, ও কেকস, মেরওয়ানস, অতুল বেকারি (পশ্চিম অঞ্চল); ২) ব্রাউন সুগার, ম্যাক্রিম, ডোনাল্ড পেস্ট্রি শপ, বেকিংও (উত্তর অঞ্চল); ৩) জাস্ট বেকস, সুইস ক্যাসেল, ক্যাফে নিলুফার, কেক স্কোয়ার (দক্ষিণ অঞ্চল); ৪) গো কুল, ড্যানব্রো, ডাফ অ্যাজ ইউ লাইক, ক্রিমজ (পূর্ব অঞ্চল)।

এই পুরস্কার অনুষ্ঠানটি শুধু শিল্প নেতাদেরই সম্মানিত করেনি, বরং শেফ, চকলেট প্রস্তুতকারক ও বেকারি উদ্যোক্তাদের জন্য একটি নেটওয়ার্কিং প্ল্যাটফর্মও গড়ে তুলেছে, যেখানে তাঁরা তাঁদের ধারণা বিনিময় করতে পারবেন এবং ক্রমবর্ধমান বেকারি এবং মিষ্টান্ন শিল্পে নতুন উদ্ভাবনকে অনুপ্রাণিত করতে পারবেন।

কলকাতাউড পূর্ব ভারতের কাঠ, ম্যাট্রেস এবং ফার্নিচার শিল্পকে শক্তিশালী করছে

কলকাতা: কলকাতাউড ২০২৫ বিশ্ব বাংলা মেলা প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হবে - পূর্ব ভারতের প্রথম বৃহৎ আকারের প্রদর্শনী যা সম্পূর্ণরূপে কাঠের কাজ, ম্যাট্রেস এবং ফার্নিচার তৈরির জন্য নিবেদিত।

NuernbergMesse ইন্ডিয়া কর্তৃক আয়োজিত, কলকাতাউড হল ইন্ডিয়াউডের এমন একটি প্ল্যাটফর্ম যা কয়েক দশক ধরে ভারতের কাঠের কাজ এবং ফার্নিচার উৎপাদনকে বিশ্বব্যাপী প্রযুক্তি, যন্ত্রপাতি এবং উপকরণের সাথে সংযুক্ত করে আসছে।

বেঙ্গালুরু এবং দিল্লিতে INDIAWOOD এবং পশ্চিম ভারতে MUMBAIWOOD-এর সাফল্যের উপর ভিত্তি করে, INDIAWOOD উদীয়মান প্রবৃদ্ধি কেন্দ্রগুলিতে তার উপস্থিতি সম্প্রসারণের পরিকল্পনা করছে।

পশ্চিমবঙ্গ একটি প্রধান বিনিয়োগ কেন্দ্র হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে, আগামী পাঁচ বছরে অম্বুজা নেওটিয়া গ্রুপ ₹১৫,০০০ কোটিরও বেশি বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে, রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ ২০৩০ সালের মধ্যে ডেটা সেন্টার, সবুজ শক্তি, খুচরা বিক্রেতা এবং সংযোগের ক্ষেত্রে ₹১ লক্ষ+ কোটি বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে এবং জেএসডব্লিউ গ্রুপ রাজ্যের শিল্প প্রবৃদ্ধি আরও জোরদার করতে ₹১৬,০০০ কোটি বিনিয়োগ করবে।

KOLKATAWOOD ম্যাট্রেস এবং ফার্নিচার প্রস্তুতকারক, স্থপতি, ডিজাইনার এবং সরবরাহকারী সহ শিল্প পেশাদারদের একত্রিত করবে - কাঠের যন্ত্রপাতি, ম্যাট্রেস তৈরির প্রযুক্তি, গৃহসজ্জার সামগ্রী, সরঞ্জাম, ফিটিংস এবং পণ্যের সর্বশেষ আবিষ্কারের জন্য।

NuernbergMesse ইন্ডিয়ার বোর্ডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং চেয়ারপারসন সোনিয়া প্রশার বলেন, “পূর্ব ভারত আর কোনও প্রান্তিক বাজার নয় - এটি একটি উদীয়মান শিল্প কেন্দ্র যেখানে জাতীয়ভাবে প্রতিযোগিতা করার সম্ভাবনা রয়েছে।”

এনএফএসইউ-এর স্বীকৃতি পেলো অ্যামওয়ে-র নিউট্রিলাইট

কলকাতা: আসন্ন উৎসবের মরশুমের জন্য প্রস্তুতি নিয়ে শপসি বাই ফ্লিপকার্ট তাদের সবচেয়ে প্রতীক্ষিত গ্র্যান্ড শপসি মেলা (জিএসএম) লঞ্চ করেছে। ২৯শে আগস্ট থেকে ৭ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানের থিম ‘আইসে গিরেঙ্গে বাঁধ, শপিং হোগি সুবাহ শাম’।

উৎসবের মরশুমে শপসি ভারতীয় পরিবারগুলিকে বাজেট-বান্ধব কেনাকাটায় সহায়তা করছে, ফ্যাশন, লাইফস্টাইল, বাড়ি এবং সৌন্দর্য জুড়ে ₹১৪৯/- এর নিচে ১ কোটিরও বেশি পণ্য অফার করে। জিএসএম-এর অংশ শপসির লক্ষ্য হল উৎসবের কেনাকাটাকে আরও ফলপ্রসূ এবং সহজলভ্য করে তোলা, উন্নত সরবরাহ শৃঙ্খল প্রস্তুতি এবং কিউরেটেড অফার সহ।

ফ্লিপকার্টের শপসি এবং ফ্লিপকার্ট মার্কেটপ্লেসের বিজনেস হেড কপিল থিরানি বলেন, “উৎসবের মরশুম ঘনিয়ে আসার সাথে আমাদের এই গ্র্যান্ড শপসি মেলা কেনাকাটার ক্ষেত্রে ভারতের মূল মাধ্যম হয়ে উঠবে, যেখানে সাশ্রয়ী মূল্যে বিস্তৃত কালেকশনের সম্ভার রয়েছে। এর মাধ্যমে আমাদের বিক্রেতাদের লক্ষ লক্ষ গ্রাহকের কাছে পৌঁছাতে সক্ষম করে ভারতের উৎসবের মরসুমে বিপ্লব ঘটাতে প্রস্তুত।”

শপসি ক্লিয়ারট্রিপের সাথে অংশীদারিত্ব করে একটি অনন্য প্রতিযোগিতাও শুরু করেছে, যেখানে ব্যবহারকারীরা একটি গন্তব্যের মাধ্যমে অনুপ্রাণিত থিমযুক্ত কার্টগুলি তৈরি করতে পারেন, ভ্রমণ প্যাকেজ এবং ফ্লাইট ভাউচার জিততে পারেন। জিএসএমের মেলা সংস্করণটি বিভিন্ন নাগরিকদের জন্য বিভিন্ন বিভাগে অপ্রতিরোধ্য ডিল অফার করেছে, যা এটিকে ভারতের জন্য একটি ওয়ান-স্টপ গন্তব্যে পরিণত করেছে।

২১,০০০ এরও বেশি পিনকোডে ডেলিভারি দেবে ফ্লিপকার্ট

শিলিগুড়ি: বিগ বিলিয়ন ডেইজ শুরু হওয়ার আগেই ফ্লিপকার্ট বারাণসী, পাটনা, মানসর, রাঁচি, গাজিয়াবাদ, আগ্রা, আগরতলার মতো স্থানে নতুন সাপ্লাই চেইন চালু করেছে। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যে নতুন ফুলফিলমেন্ট সেন্টার এবং লাস্ট-মাইল হাব চালু করা হয়েছে। এগুলি ৩৫ লক্ষ বর্গফুট এলাকা জুড়ে বিস্তৃত এবং ২১,০০০ এরও বেশি পিনকোডে ডেলিভারি দেবে। কোম্পানিটি গুদামজাতকরণ, সরবরাহ এবং লাস্ট-মাইল ডেলিভারি ভূমিকায় ২.২ লক্ষেরও বেশি মরশুমী কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করেছে। নারী, বিশেষ ভাবে সক্ষম(PwD) এবং নবীনদের নিয়োগের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। ১৪০ একর জুড়ে বিস্তৃত মানসরের ফ্লিপকার্টের আঞ্চলিক বিতরণ কেন্দ্রটি ১০,০০০ এরও বেশি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থান তৈরি করবে বলে আশা করা হচ্ছে। কোম্পানি ত্রিপুরার আগরতলায় তার প্রথম গ্রসারি ফুলফিলমেন্ট সেন্টার চালু করেছে, যার দৈনিক ডেলিভারি ক্যাপাসিটি ৫,০০০।

ফ্লিপকার্ট ১৯টি শহরে প্রায় ৪০০টি নতুন মাইক্রো-ফুলফিলমেন্ট সেন্টার এবং ডার্ক স্টোরের মাধ্যমে তার বাণিজ্যের মেরুদণ্ডকে শক্ত করছে। এতে বিভিন্ন এলাকায় কুইক ডেলিভারি এবং ফ্লিপকার্ট মিনিটসের সুবিধা পাওয়া যাবে। ফ্লিপকার্টের লজিস্টিক শাখা, ইকার্ট, ২১টি ডেলিভারি চেইন জুড়ে ৬,০০০ এরও বেশি স্টোর অ্যাসিস্ট্যান্ট নিয়ে সুরক্ষা সুস্থতা কর্মসূচির অধীনে স্বাস্থ্য শিবির করছে। ফ্লিপকার্টের সাপ্লাই চেইন অপারেশনস একাডেমি (SCOA) হাজার হাজার প্রার্থীকে প্রশিক্ষণ দিয়েছে এবং ২০২৫ সালের শেষ নাগাদ আরও ১০,০০০ সহযোগীর দক্ষতা বৃদ্ধির পরিকল্পনা করছে।

কার্টুন নেটওয়ার্ক ও পোগো নিয়ে এল স্কুল কনট্যাক্ট প্রোগরাম

কলকাতা: কার্টুন নেটওয়ার্ক এবং পোগো, স্কুল কনট্যাক্ট প্রোগ্রামের ১৮ তম এডিশন নিয়ে হাজির হয়েছে। এই বিশাল স্কুল আউটরিচ ক্যাম্পেইনের লক্ষ্য হল ১৭টি শহরের ১৪০০ স্কুলের ১ মিলিয়নেরও বেশি শিক্ষার্থীর কাছে পৌঁছানো। এই ইভেন্ট তরুণ মনের মধ্যে উদারতা এবং স্থায়িত্বের প্রচারে নজর দেয়। 'পোগো হিরোস অফ কাইন্ডনেস' ক্যাম্পেইনে ছোটা ভীম এবং লিটল সিংঘামের মতো প্রিয় চরিত্রের মাধ্যমে স্কুলের শিশুদের মধ্যে সহানুভূতি, সমবেদনা এবং সম্প্রদায় গঠনের মনোভাব জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করা হবে।কার্টুন নেটওয়ার্ক টাইটানস অফ টুমরো ইভেন্টে পরিবেশের যত্নের বিষয়টিকে হাইলাইট করে। যা শিক্ষার্থীদের স্থিতিশীল ভবিষ্যতের জন্য পরিবর্তনের প্রতিনিধি হতে অনুপ্রাণিত করবে। এই ইভেন্টটি সানফিস্ট ইপ্পি নুডলস দ্বারা উপস্থাপিত এবং অ্যাক্ট টু, ডেটল এবং অ্যামাজন ইন্ডিয়া দ্বারা সহ-চালিত।

Vi-এর মাধ্যমে শিলিগুড়িতে এবার 5G পরিষেবা

শিলিগুড়ি: শীর্ষস্থানীয় টেলিকম অপারেটর Vi আগামীকাল থেকে শিলিগুড়িতে তাদের 5G পরিষেবা চালু করার ঘোষণা করেছে। এই সম্প্রসারণটি Vi-এর পরিকল্পিত 5G রোলআউটের অংশ, যা এর ১৭টি অগ্রাধিকারমূলক সার্কেলকে অন্তর্ভুক্ত করবে যেখানে এটি 5G স্পেকট্রাম অর্জন করেছে।

এর আগে, Vi মুম্বাই, দিল্লি-এনসিআর, ব্যাঙ্গালোর, মাইসুরু, নাগপুর, নাসিক, পুনে, চণ্ডীগড়, পাটনা, জয়পুর, সোনিপত, আহমেদাবাদ, রাজকোট, সুরাট, ভাদোদরা, ছত্রপতি সম্ভাজিনগর, মিরাট, মালাপ্পুরম, কোঝিকোড়, বিশাখাপত্তনম, তিরুমালা, মাদুরাই এবং আগ্রাভান ফেজ হিসাবে 5G পরিষেবা চালু করেছিল।

শিলিগুড়িতে 5G-সক্ষম ডিভাইস ব্যবহার করে Vi ব্যবহারকারীরা আগামীকাল থেকে 5G পরিষেবা ব্যবহার করতে পারবেন। একটি প্রাথমিক অফার হিসাবে, Vi ব্যবহারকারীদের ₹২৯৯ থেকে শুরু করে প্ল্যানে সীমাহীন 5G ডেটা প্রদান করছে।

ক্রমবর্ধমান চাহিদা এবং 5G হ্যান্ডসেট গ্রহণের সাথে সামঞ্জস্য রেখে কোম্পানিটি রাজ্য জুড়ে তার 5G পদচিহ্ন সম্প্রসারণের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

পশ্চিমবঙ্গে 5G অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির জন্য Vi নোকিয়ার সাথে অংশীদারিত্ব করেছে, যার মাধ্যমে শক্তি-সাশ্রয়ী অবকাঠামো এবং স্বয়ংক্রিয় কর্মক্ষমতা অপ্টিমাইজেশনের জন্য AI-চালিত স্ব-সংগঠিত নেটওয়ার্ক স্থাপন করা হয়েছে।

কোম্পানিটি কলকাতার ২৪০০ টিরও বেশি সাইটে এবং বাকি বাংলার ৫৪০০ টিরও বেশি সাইটে ৯০০ MHz স্পেকট্রাম স্থাপন করেছে এবং ৮৫০ টিরও বেশি নতুন সাইট ইনস্টল করেছে। এপ্রিল ২০২৪ থেকে জুন ২০২৫ পর্যন্ত এই আপগ্রেডগুলির ফলে কলকাতায় ১৬% এবং বাকি বাংলায় ১৫% ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে, যা উচ্চ-মানের সংযোগ প্রদানের প্রতি Vi-এর প্রতিশ্রুতি প্রদর্শন করে।

গ্রাহক এবং ব্যবসার ক্রমবর্ধমান ডিজিটাল চাহিদা পূরণ করে এমন একটি ভবিষ্যৎ-প্রস্তুত নেটওয়ার্ক তৈরিতে Vi প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। প্রাপ্যতা, মূল্য এবং সমর্থিত ডিভাইস সম্পর্কে আরও তথ্যের জন্য, https://www.myvi.in/5g-network দেখুন।

নজির গড়ল মেদান্ত ইনস্টিটিউটের ডঃ অশোক রাজগোপাল

শিলিগুড়ি: টানা ছয় বছর ধরে নিউজউইকের শীর্ষ তালিকায় বিরাজ করে মেদান্ত-গুরুগ্রাম, তার মেদান্ত ইনস্টিটিউট অফ মাসকুলোস্কেলিটাল ডিসঅর্ডারস অ্যান্ড অর্থোপেডিকসের গ্রুপ চেয়ারম্যান ডঃ অশোক রাজগোপালকে ৪০,০০০ হাঁটু প্রতিস্থাপন সার্জারির জন্য সম্মানিত করেছে। উল্লেখযোগ্য অর্জনটি ডঃ রাজগোপালের দক্ষতা এবং ভারতে জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্ট কেয়ারকে এগিয়ে নেওয়ার প্রতি মেদান্তের প্রতিশ্রুতির প্রমাণ।

এই সাফল্যের জন্য মেদান্তের চেয়ারম্যান এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক ডঃ নরেশ ত্রেহান এবং গ্রুপের সিইও পঙ্কজ সাহনি, ডঃ রাজগোপালের কাজের প্রশংসা করেছেন। একইসাথে, বেশ কয়েকজন রোগীও মেদান্ত - দ্য মেডিসিটিতে ব্যথা ও দুর্বলতা থেকে মুক্তি পেয়ে নিজেদের যাত্রাগুলি শেয়ার করে সার্জন ডাঃ রাজগোপালের প্রশংসা করেন।

ডঃ রাজগোপালের কৃতিত্বের প্রশংসা করে ডঃ নরেশ ত্রেহান বলেন, "রোগীর যত্নের প্রতি ডঃ রাজগোপালের সবসময়ই নিষ্ঠাবান। হাঁটু প্রতিস্থাপন অস্ত্রোপচারে তার অগ্রণী কাজ হাজার হাজার মানুষের জীবনকে বদলে দিয়েছে, যার জন্য আমরা ভীষণ গর্বিত।"

বর্তমানে, ভারত হাঁটুর জন্য ক্রমবর্ধমান স্বাস্থ্য সংকট দেখা দিচ্ছে, যা বিভিন্ন অক্ষমতার সৃষ্টি করে এবং জীবনযাত্রার মান হ্রাস করে। এর প্রধান কারণ হল হাঁটুর অস্টিওআর্থারাইটিস। এটি ২০২৫ সালের মধ্যে প্রায় ৬ কোটি মানুষকে প্রভাবিত করবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। ফলে, হাঁটু প্রতিস্থাপন সার্জারি একটি গুরুত্বপূর্ণ চিকিৎসা হয়ে উঠেছে।

এই ক্রমবর্ধমান চাহিদা বাজারকে তুলনামূলকভাবে সম্প্রসারিত করেছে এবং ২০২৫-২০৩৫ সাল পর্যন্ত ১১% এর স্থির CAGR-এ বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে ডঃ অশোক রাজগোপাল বলেন, "ভারতে অর্থোপেডিক চিকিৎসা, বিশেষ করে হাঁটু প্রতিস্থাপন, গত কয়েক বছরে ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, যার প্রধান কারণ হল নাগরিকের সচেতনতা এবং সক্রিয় থাকার আকাঙ্ক্ষা।"

কগনিজেন্টের সিইও-এর টাইম ১০০ এআই তালিকায় স্থান

কলকাতা: কগনিজেন্ট ঘোষণা করেছে যে সিইও রবি কুমার এস-কে ২০২৫ সালের টাইম ১০০ এআই তালিকায় স্থান দেওয়া হয়েছে। টাইম ১০০ এআই তালিকায় প্রভাবশালী নেতা, চিন্তাবিদ, বিজ্ঞানী এবং নীতিনির্ধারকদের তুলে ধরা হয়েছে যারা এআই-এর ল্যান্ডস্কেপ গঠন করছেন।

কুমারের নেতৃত্বে, কগনিজেন্ট ২০২৩ সালে এআই গ্রহণ ত্বরান্বিত করার জন্য ১ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, যার ফলে কোম্পানিটি তার বিশ্বব্যাপী সাইন্যাপস উদ্যোগের মাধ্যমে প্রায় ১০ লক্ষ লোককে এআই দক্ষতা এবং প্রশিক্ষণের সুযোগ প্রদান করবে। তিনি কর্মচারীদের মধ্যে বিশ্বের বৃহত্তম ভাইব কোডিং ইভেন্টও শুরু করেছিলেন।

কগনিজেন্টের মধ্যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার উদ্ভাবনকে ত্বরান্বিত করার জন্য, কুমার একটি সাংগঠনিক কাঠামো তৈরি করেছেন যা কঠোর শ্রেণিবিন্যাসের পরিবর্তে সক্রিয়, উদ্দেশ্য-চালিত সহযোগিতাকে সমর্থন করে। এই পদ্ধতির একটি প্রধান উদাহরণ হল কগনিজেন্টের ব্লুবোল্ট প্রোগ্রাম।

কুমার ইউএস চেম্বার অফ কমার্স বোর্ডের সদস্য এবং এআই ওয়ার্কিং কমিটির চেয়ারম্যান, ইউএস ইন্ডিয়া স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপ ফোরাম বোর্ড, ট্রান্সইউনিয়ন বোর্ড, নিউ ইয়র্ক একাডেমি অফ সায়েন্সেসের বোর্ড অফ গভর্নরস, এবং ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড কমিউনিকেশনস ফোরামের চেয়ারম্যান এবং ন্যাসকম ইউএস সিইও ফোরামের চেয়ারম্যান হিসেবে তার ভূমিকার মাধ্যমে এআই-এর প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গি আরও প্রসারিত করবেন।

কল্যাণীতে আদিত্য বিড়লার সচেতনতা শিবির

কল্যাণী: আদিত্য বিড়লা সান লাইফ মিউচুয়াল ফান্ড পশ্চিমবঙ্গের কল্যাণীতে একটি বৃহৎ বিনিয়োগকারী সচেতনতা কর্মসূচির আয়োজন করে। এটি ছিল নিবেশ মহাকুম্ভের ৫০তম সংস্করণ, যা সাফল্যের সঙ্গে সমাপ্ত হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে ৮০০ জনেরও বেশি উৎসাহী বিনিয়োগকারী অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং মিউচুয়াল ফান্ডের মাধ্যমে আর্থিক পরিকল্পনা তৈরি, বিনিয়োগ এবং সম্পদ সৃষ্টি সম্পর্কে শিল্প বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে পরামর্শ নিয়েছেন। গত ১১ বছরে, নিবেশ মহাকুম্ভ ৩০টি শহরে ২.৫ লক্ষেরও বেশি বিনিয়োগকারীকে সচেতন ও স্বাক্ষর করে তুলেছে। কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর এ বালাসুব্রমানিয়ান বলেছেন, তাদের এবছরের উদ্দেশ্য হল আর্থিক পরিকল্পনার বিষয়কে আরও সহজ, কার্যকর, ব্যক্তিগত করে তোলা। এই অনুষ্ঠানে বিশেষজ্ঞদের নিয়ে আলোচনা, প্যানেল ডিসকাশন এবং ইন্টার্যাক্টিভ কার্যক্রম হয়, যার লক্ষ্য ছিল বিনিয়োগকারীদের নতুন প্রজন্মকে সচেতন করে তাদের মধ্যে আর্থিক সাক্ষরতার প্রচার। অনুষ্ঠানটি ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে। অংশগ্রহণকারীরা বিনিয়োগ পরিকল্পনা সম্পর্কে ব্যবহারিক জ্ঞান এবং গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ পেয়েছেন বলে জানিয়েছেন।

রাতে কফি পান করলে আবেগপ্রবণতা বাড়তে পারে, বিশেষত মহিলাদের মধ্যে: গবেষণা

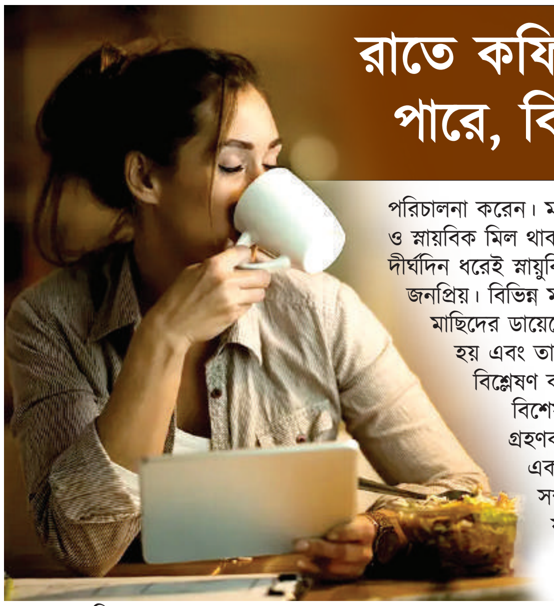

রাতে কফি পান করার অভ্যাস কেবল ঘুমের ব্যাঘাত ঘটায় না, এটি আবেগপ্রবণ আচরণও বাড়িয়ে দিতে পারে—বিশেষত নারীদের মধ্যে। সম্প্রতি ইউনিভার্সিটি অফ টেক্সাস অ্যাট এল পাসো (UTEP)-এর এক গবেষণায় এমনই চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে। গবেষণাটি প্রকাশিত হয়েছে আন্তর্জাতিক জার্নাল আই সায়েন্স-এ।

গবেষকরা ফলের মাছি (ড্রোসোফিলা মেলানোগাস্টার) ব্যবহার করে পরীক্ষাটি পরিচালনা করেন। মানুষের সঙ্গে জেনেটিক ও স্নায়বিক মিল থাকায় এই প্রজাতি দীর্ঘদিন ধরেই স্নায়ুবিজ্ঞান গবেষণার জন্য জনপ্রিয়। বিভিন্ন মাত্রায় এবং সময়ে মাছিদের ডায়েটে ক্যাফেইন যোগ করা হয় এবং তাদের প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ করা হয়।

বিশেষত রাতে ক্যাফেইন গ্রহণকারী মাছিগুলোকে একটি তীব্র বায়ু প্রবাহের সম্মুখীন করা হলে দেখা যায়, তারা সাধারণ মাছিদের মতো চলাচল বন্ধ না করে উল্টো বেপরোয়া উড়ান চালিয়ে যায়—এক ধরনের আবেগপ্রবণ আচরণ। দিনে একই ক্যাফেইনের মাত্রা গ্রহণ করলেও এই ধরণের আচরণ লক্ষ্য করা যায়নি।

লিঙ্গভিত্তিক পার্থক্য

গবেষণায় আরও উঠে আসে গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক—মহিলা মাছিরা, পুরুষদের তুলনায়, একই পরিমাণ ক্যাফেইন গ্রহণের পরেও বেশি মাত্রায় আবেগপ্রবণ আচরণ দেখিয়েছে। যদিও মাছিদের মধ্যে মানুষের মতো ইস্ট্রোজেন হরমোনের উপস্থিতি নেই, তবুও বিশেষজ্ঞরা ধারণা করছেন, জিনগত বা শারীরবৃত্তীয় অন্যান্য কিছু কারণ এই ভিন্নতার জন্য দায়ী হতে পারে।

বিশেষজ্ঞদের অন্তর্দৃষ্টি

ইউনিভার্সিটি অফ ইলিনয় কলেজ অফ মেডিসিন পিয়োরিয়ার বিজ্ঞান গবেষক এরিক সালদেস জানান, "সাধারণত, প্রবল বাতাসের মুখে পড়লে মাছিরা চলাচল বন্ধ করে দেয়। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করেছি, যারা রাতে ক্যাফেইন গ্রহণ করেছিল, তারা এই প্রতিক্রিয়ায় কম সাড়া দিচ্ছিল এবং আরও বেপরোয়া আচরণ করছিল।"

ইউটিইপির জীববিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক কিয়ুং-আন হান বলেন, "এই গবেষণা আমাদের বুঝতে সাহায্য করছে—রাতের বেলায় শারীরবৃত্তীয় এবং লিঙ্গভিত্তিক উপাদানগুলো কীভাবে ক্যাফেইনের প্রভাবকে নিয়ন্ত্রণ করে।"

সম্ভাব্য প্রভাব

গবেষকরা সতর্ক করেছেন যে এই প্রভাব বিশেষভাবে উদ্বেগজনক হতে পারে এমন পেশাজীবীদের জন্য, যাদের রাতের বেলায় সজাগ থাকা ও সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রয়োজন হয়—যেমন স্বাস্থ্যসেবা কর্মী, সামরিক বাহিনী ও নাইট-শিফট কর্মীরা। যদিও গবেষণাটি সরাসরি মানুষের ওপর পরিচালিত হয়নি, তথাপি গবেষকেরা মনে করছেন, রাতের কফির অভ্যাস মানবদেহে অনুরূপ প্রভাব ফেলতে পারে। বিশেষত নারীদের ক্ষেত্রে, এটি আবেগপ্রবণতা ও ঝুঁকিপূর্ণ সিদ্ধান্তগ্রহণের প্রবণতা বাড়াতে পারে।

বিশ্বব্যাপী ক্যাফেইন একটি অন্যতম বহুল ব্যবহৃত স্নায়ু উদ্দীপক পদার্থ। এই গবেষণা দেখিয়েছে, শুধু ঘুম নয়, ক্যাফেইনের প্রভাব সময় এবং লিঙ্গভেদেও ভিন্ন হতে পারে। তাই বিশেষজ্ঞরা বলছেন, রাতে কফি পান করার আগে শুধু ঘুম নয়—আচরণগত ঝুঁকিগুলিও বিবেচনায় নেওয়া উচিত।

কোয়াড্রবিক্স ১০১: শরীরচর্চার নতুন সংজ্ঞা

হাঁটা, দৌড় বা ওজন তোলার ঐতিহ্যবাহী ব্যায়ামের বাইরে বেরিয়ে নতুন এক ফিটনেস বিপ্লবের মুখোমুখি আমরা। শহরের পার্ক, জিম এবং এমনকি বাড়ির উঠোনে এখন দেখা যাচ্ছে এক ভিন্ন দৃশ্য—মানুষ হামাগুড়ি দিচ্ছে, লাফাচ্ছে, এমনকি কুমিরের মতো নড়াচড়া করছে। ফিটনেস জগতের এই নতুন নাম 'কোয়াড্রবিক্স' বা চতুর্ভুজবিদ্যা।

এটি কোনও হাস্যকর ট্রেন্ড নয়, বরং বিজ্ঞানভিত্তিক একটি ওয়ার্কআউট পদ্ধতি যা শরীরকে নতুনভাবে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন করে। কোয়াড্রবিক্সে শরীরের চারটি অঙ্গ—দুই হাত ও দুই পা—সমানভাবে কাজ করে। প্রাণীদের মতো চলাফেরা করার মাধ্যমে ব্যায়ামকারীরা তাদের মূল, বাহু, পিঠ, কাঁধ এবং পায়ের পেশিকে একসঙ্গে সক্রিয় করেন।

সরঞ্জামহীন, সীমাহীন

সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক? কোনো যন্ত্রপাতির প্রয়োজন নেই। দরকার কেবল খোলা কিছু জায়গা ও মেঝেতে নামার মানসিক প্রস্তুতি। এই ব্যায়ামটি এমনকি ছোট জায়গাতেও করা যায়, যার ফলে এটি শহুরে ফিটনেসপ্রেমীদের জন্য বেশ উপযোগী।

কার্ডিওর বাইরেও অনেক কিছু

কোয়াড্রবিক্স সাধারণ অ্যারোবিক্সের চেয়ে অনেক বেশি। যেখানে ঐতিহ্যবাহী কার্ডিও ব্যায়াম মূলত নিচের দেহের পেশিকে কেন্দ্রীভূত করে, সেখানে কোয়াড্রবিক্স একসঙ্গে পুরো শরীরকে কাজে লাগায়। এর ফলে উন্নত হয়, চঞ্চলতা (Agility), সমন্বয় ক্ষমতা (Coordination), স্থিতিশীলতা (Stability), মোটর স্কিল।

সঠিক অঙ্গবিন্যাস

বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ধরনের ব্যায়াম কেবল ফিজিক্যাল ফিটনেস নয়, বরং মনের ওপরও ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। প্রাণীদের মতো নড়াচড়া করার সময় আমাদের মধ্যে একধরনের খেলার আনন্দ কাজ করে, যা মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করে।

কীভাবে শুরু করবেন?

শুরুর জন্য কোনো জটিল নিয়ম নেই। কয়েকটি বেসিক মুভমেন্ট যেমন 'বিয়ার ক্রল', 'ক্র্যাব ওয়াক', 'বানর লাফ' বা 'অলিগেটর গ্লাইড' দিয়েই শুরু করা যায়। অনলাইনে সহজেই পাওয়া যায় টিউটোরিয়াল ও রুটিন।

চতুর্ভুজবিদ্যা: মজা, শক্তি ও কার্যকারিতার সম্মিলন

কোয়াড্রবিক্সের জনপ্রিয়তা ক্রমেই বাড়ছে। এটি এখন কেবল একটি ফিটনেস ট্রেন্ড নয়, বরং একটি 'মুভমেন্ট'-এর মুভমেন্ট — যেখানে শরীরচর্চা মানে শুধু ঘাম ঝরানো নয়, বরং আনন্দ খোঁজার এক অভিনব উপায়।

তাই যারা ট্রেডমিল বা ডাম্বেলের একঘেয়েমিতে বিরক্ত, তাদের জন্য কোয়াড্রবিক্স হতে পারে পরবর্তী পছন্দের ওয়ার্কআউট—একটু ভিন্ন, কিন্তু কার্যকর।

তৃণমূল কংগ্রেসের কোর কমিটির বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদন

কলকাতা: সম্প্রতি দার্জিলিং জেলার সমতল অংশে তৃণমূল কংগ্রেসের কোর কমিটি ও বিভিন্ন শাখা সংগঠনের নেতাদের নিয়ে কলকাতায় অনুষ্ঠিত এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে সংগঠনের বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা করা হয় এবং আগামী দিনের কর্মপন্থা নির্ধারণ করা হয়।

তৃণমূল কংগ্রেস সূত্রে খবর, দলীয় সংগঠনকে তৃণমূল স্তরে আরও মজবুত ও সক্রিয় করার লক্ষ্যেই বৈঠকে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। কর্মসূচির ধারাবাহিকতা রক্ষা, জনসংযোগ বৃদ্ধি, কর্মীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং সাংগঠনিক শৃঙ্খলা বজায় রাখার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয় এই বৈঠকে।

বিশেষ করে শিলিগুড়ি শহরে সংগঠনকে আরও বিস্তৃত করতে টাউন কমিটির সংখ্যা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বর্তমানে শহরে তিনটি টাউন কমিটি থাকলেও তা বাড়িয়ে ছয়টি করা হতে পারে বলে তৃণমূল সূত্রে খবর। নতুন কমিটিগুলিতে নতুন নেতৃত্বকে সুযোগ দেওয়ার কথাও ভাবা হচ্ছে। তবে ব্লক স্তরে আপাতত বড় ধরনের রদবদল না করার ইঙ্গিত মিলেছে দলীয় নেতৃত্বের তরফে।

আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে মাথায় রেখে এই বৈঠকে সাংগঠনিক ঘাটতি পূরণের দিকেও বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। ভোটারদের কাছে পৌঁছানোর কৌশল, সাধারণ মানুষের সমস্যা ও দাবিকে কেন্দ্র করে কর্মসূচি তৈরির রূপরেখাও চূড়ান্ত করা হয়।

এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সি, সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ, শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেস চেয়ারম্যান সঞ্জয় টিব্রেওয়াল ও সদ্য কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেওয়া জেলা সাধারণ সম্পাদক শংকর মালাকার সহ জেলা ও শহর কমিটির অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

মিড-ডে মিলে বিরিয়ানি

নিজস্ব প্রতিবেদন

শিলিগুড়ি: শিক্ষক দিবসের বিশেষ দিনে ব্যতিক্রমী উদ্যোগ নিল শিলিগুড়ি গার্লস প্রাইমারি স্কুল। সম্প্রতি বিদ্যালয়ের প্রায় বারোশো ছাত্রীর জন্য পরিবেশিত হল সুস্বাদু বিরিয়ানি, যা মিড-ডে মিলের সাধারণ মেনুর একেবারে বাইরে।

বিদ্যালয়ের শিক্ষিকারা জানান, শিক্ষক দিবসে শিক্ষার্থীদের মুখে হাসি ফোটানোর লক্ষ্যেই এই আয়োজন। তাঁদের কথায়, "শিক্ষা কেবল পাঠ্যপুস্তকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, আনন্দময় স্মৃতিও শিক্ষার অংশ। তাই এই দিনে আমরা চেয়েছি শিক্ষার্থীদের জন্য একটু বিশেষ কিছু করতে।"

এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা সহ অন্যান্য শিক্ষিকাবৃন্দ এবং এলাকার কাউন্সিলর মিলি শীল সিনহা। তিনি বিদ্যালয়ের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়ে বলেন, "শিক্ষক দিবস উপলক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের জন্য এরকম উদ্যোগ সত্যিই প্রশংসনীয়।"

ভবিষ্যতেও বিভিন্ন বিশেষ দিনে শিক্ষার্থীদের জন্য এমন আয়োজন অব্যাহত থাকবে বলে জানান বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

থ্যালাসেমিয়া মুক্ত সমাজ গড়ার লক্ষ্যে বিশেষ উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন

শিলিগুড়ি: থ্যালাসেমিয়া মুক্ত সমাজ গঠনের লক্ষ্যে এক প্রশংসনীয় পদক্ষেপ নিল উত্তরবঙ্গ থ্যালাসেমিয়া ও বিকলাঙ্গ সেবা সংস্থা। ৩০ অগাস্ট শনিবার শিলিগুড়ির হাসমি চক এলাকায় আয়োজিত এক বিশেষ সচেতনতামূলক কর্মসূচিতে থ্যালাসেমিয়ার মতো জটিল ও জেনেটিক রোগ সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করার পাশাপাশি, সমাজের প্রান্তিক ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষদের জন্য সহায়তামূলক সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

এইদিন চারজন বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তির হাতে তুলে দেওয়া হয় ট্রায়সাইকেল ও জীবিকা নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় ধূপকাঠি ও মোমবাতি। উদ্যোক্তাদের উদ্দেশ্য, শারীরিক প্রতিবন্ধকতা থাকা সত্ত্বেও এসব মানুষ যেন আত্মনির্ভর হয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠা পেতে পারেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৪১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সেবিকা মিত্তাল, সংস্থার সদস্য চিকিৎসক ডাঃ স্বপন দাস, সমাজসেবী রবি সিং, বিমল বণিক এবং রবীন্দ্র জৈন। ট্রায়সাইকেলগুলি একটি জিএসটি আধিকারিক সংস্থার মাধ্যমে সেবাকাজে নিয়োজিত সংস্থার হাতে তুলে দেওয়া হয়, যা পরে সুবিধাভোগীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

সংস্থার অন্যতম সদস্য ডাঃ স্বপন দাস বলেন, "থ্যালাসেমিয়া মুক্ত সমাজ গড়তে হলে শুধুমাত্র রক্তদান নয়, প্রয়োজন নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির।"

এই মহৎ প্রয়াসে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নেন ও সংগঠনের মানবিক উদ্যোগকে আন্তরিকভাবে সাধুবাদ জানান।

'পুলিশ দিবস' পালন

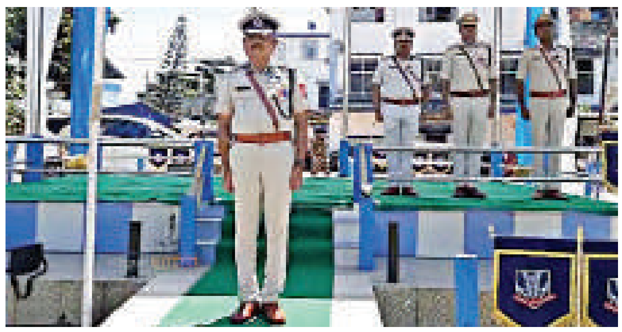

নিজস্ব প্রতিবেদন

শিলিগুড়ি: রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে ২০২০ সাল থেকে প্রতি বছর ১ সেপ্টেম্বর 'পুলিশ দিবস' হিসেবে পালিত হচ্ছে। তারই অংশ হিসেবে এদিন শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের উদ্যোগে পুলিশ কমিশনারেটের মাঠে পালন করা হয় এই বিশেষ দিনটি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার সি. সুধাকর, ডেপুটি পুলিশ কমিশনার (হেডকোয়ার্টার) তন্ময় সরকার, ডেপুটি কমিশনার রাকেশ সিং, কাজী সামসুদ্দিন আহমেদ, এ.সি.পি, এ.ডি.সি.পি সহ শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের বিভিন্ন থানার আইসি ও ওসিরা।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই পুলিশ কমিশনার সি. সুধাকরকে পুলিশ দিবস উপলক্ষ্যে ব্যাজ পরানো হয় এবং তাঁকে ব্যান্ড স্যালুট জানানো হয়। রিজার্ভ ইন্সপেক্টর তেনজিং লামা এই স্যালুট প্রদান করেন। তবে অনুষ্ঠান কেবল আনুষ্ঠানিকতায় সীমাবদ্ধ থাকেনি। সমাজসেবামূলক কর্মসূচির মাধ্যমে পুলিশ দিবস উদযাপনকে আরও তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলা হয়। রাজ্য পুলিশ ওয়েলফেয়ার কমিটির উদ্যোগে এবং পুলিশ কমিশনার সি. সুধাকর ও ডেপুটি কমিশনার রাকেশ সিং-এর উপস্থিতিতে শিলিগুড়ির মাল্লাগুড়ির চেতনা কলোনি এলাকায় প্রায় ১০০টি দুঃস্থ পরিবারকে কম্বল প্রদান করা হয়।

বঙ্গীয় হিন্দুমঞ্চের প্রতিবাদ কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিবেদন

শিলিগুড়ি: আমেরিকার আরোপিত অন্যায্য শুল্কনীতির প্রতিবাদে পথে নামল বঙ্গীয় হিন্দু মহামঞ্চ। ২৮ অগাস্ট বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় শিলিগুড়ির হাসমি চক মোড়ে সংগঠনের পক্ষ থেকে আয়োজিত এক প্রতিবাদ কর্মসূচিতে আমেরিকার বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ উগরে দেন সংগঠনের সদস্যরা।

সংগঠনের অভিযোগ, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যে একাধিকবার বৈষম্যমূলক আচরণ করেছেন। বারবার অযৌক্তিক শুল্ক আরোপ করে ভারতের কৃষি, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পক্ষেত্রে চাপ সৃষ্টি করছে আমেরিকা। বক্তারা জানান, এই নীতির ফলে ভারতীয় অর্থনীতি ক্রমেই চাপে পড়ছে, যা যুক্তরাষ্ট্রের এক কৌশলগত চাল—ভারতকে দুর্বল করে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করা।

প্রতিবাদ কর্মসূচি থেকে আমেরিকান দ্রব্য বর্জনের ডাক দেওয়া হয়। জনতাকে স্বদেশী পণ্য ব্যবহারের জন্য উৎসাহিত করেন সংগঠনের নেতারা। তাঁদের মতে, "বিদেশি দ্রব্য বর্জন শুধু প্রতিবাদের রূপ নয়, বরং দেশের আর্থিক ভিতকে মজবুত করার একটি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ।"

কর্মসূচির শেষে আমেরিকান দ্রব্যের প্রতীকী দাহ করা হয় এবং উপস্থিত সকলে স্বদেশী পণ্য ব্যবহারের শপথ নেন। হাসমি চক এলাকায় এই কর্মসূচি ঘিরে ব্যাপক উৎসাহ দেখা যায়। পথচারীরাও এদিন এই প্রতিবাদে সামিল হয়ে আমেরিকার অন্যায্য নীতির বিরুদ্ধে সরব হন।

শিকার করতে গিয়ে কুয়োয় চিতাবাঘ

নিজস্ব প্রতিবেদন

ডুয়ার্স: ডুয়ার্সের মেটেলি ব্লকের ইংডং চা-বাগানে ২৯ অগাস্ট শুক্রবার ভোররাতে, মুরগি শিকার করতে গিয়ে একটি চিতাবাঘ পড়ে যায় গভীর কুয়োয়। ঘটনাটি ঘটেছে ইংডং চা-বাগানের অশোক লাইনে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এলাকার বাসিন্দা শুকনাথ গোয়ালের বাড়ির মুরগির ঘরে ঢুকে পড়ে চিতাবাঘটি। একটি মুরগি মুখে করে ঝাঁপ দেওয়ার চেষ্টার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পাশের কুয়োর মধ্যে পড়ে যায় সে। আচমকা কুয়োর ভিতর থেকে চিতাবাঘের গর্জন শুনে গ্রামবাসীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়ায়।

খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বনদপ্তরের একটি দল। শুরু হয় চিতাবাঘ উদ্ধারের তৎপরতা। ঘুমপাড়ানি গুলি ব্যবহার করে তাকে উদ্ধার করে নিরাপদে জঙ্গলে ছেড়ে দেন বনকর্মীরা।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, সাম্প্রতিক সময়ে জনবসতিপ্রবণ এলাকাগুলিতে ক্রমশ চিতাবাঘের আনাগোনা বাড়ছে। বনদপ্তরের প্রতি বাড়তি নজরদারির দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

নতুন প্রতীক্ষালয়

নিজস্ব প্রতিবেদন

শিলিগুড়ি: গত ২৮ অগাস্ট বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ির ২ নম্বর ওয়ার্ডের মার্গারেট স্কুলের সন্নিকটে, স্কুল পড়ুয়াদের জন্য এক আধুনিক প্রতীক্ষালয়ের উদ্বোধন করা হয়।

এই প্রতীক্ষালয়ের উদ্বোধন করেন বিধায়ক শংকর ঘোষ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রমের সম্মানীয় রাঘব মহারাজ সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা। প্রতীক্ষালয় নির্মাণে অর্থ সহায়তা করেছে বিধায়ক তহবিল এবং প্রকল্পটি বাস্তবায়নে সহায়তা করেছে শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি ডেভেলপমেন্ট অথরিটি।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিধায়ক শংকর ঘোষ জানান, "এই ধরনের পরিকাঠামোগত উন্নয়ন ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাজীবনকে আরও সুরক্ষিত ও সুবিধাজনক করে তুলবে। ভবিষ্যতেও এ ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হবে।"

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপন পণ্ডিত কর্তৃক ডাউয়াগুড়ি, কলেরপার, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১৫৬ থেকে প্রকাশিত এবং জনবার্তা প্রিন্টিং প্রেস, দক্ষিণ খাগরাবাড়ী, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১০১ থেকে মুদ্রিত।
● সম্পাদকঃ সন্দীপন পণ্ডিত ● Printed, Published and Owned by Sandipan Pandit and Printed at 'Janabarta' Printing Press, Dakshin Khagarbari, District: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code: 736101 and Published at Dawaguri, Kolerpar, Dist.: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code – 736156 Editor : Sandipan Pandit, Tele-Fax : 0353-2431015 Website : www.purbottar.in, e-mail : contact@purbottar.in RNI No.: 71057/96